স্বপন বুড়োর শিশু-নাট

[দ্বিতীয় ভাগ]



ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি :: কলিকাতা - ১২

প্রথম প্রকাশ :
শ্রাবণ,
১৩৬৩

মূল্য :
দুই টাকা

প্রকাশক :
হ্লাদকুমার প্রামাণিক
শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর :
ধনঞ্জয় প্রামাণিক
রণ প্রেস (প্রাইভেট)
লিমিটেড
ক্ষুদিরাম বসু রোড,
লিকাতা-৬

কল্যাণীয়া

শ্রীযুঁই সেনগুপ্ত

শ্রীকরকমলেষু—

সূচীপত্র



[শেষ রাত। তখনো অন্ধকারের ঘোর কাটেনি। দূরে পাহাড় নদী আবছা ভাবে দেখা যাচ্ছে। ভোরের পাখীর ডাক শোনা গেল] *

ভোরের পাখীর গান

আমি ভাই ভোরের পাখী
আসবে যে এক নতুন কবি তার তরে ভাই রাত্রি জাগি
শিরে যে তার বিজয় মুকুট
জয়ের মালা গলে—
হাতে তাহার বাণীর বীণা
বাজছে পলে পলে।
রাত জাগি ভাই, গান গেয়ে যাই শুধুই তারি লাগি।

---

* কবির জন্মদিন ২৫শে বৈশাখ অভিনয়ের জন্যে নৃত্য-নাট্য।

আসবে কবি তাই মেদিনী নীরবে সয় ব্যথা···
হৃদয়ে তার অসীম আশা, চোক্ষে ব্যাকুলতা।
সেই শোনাবে নতুন গীতি
সেই জাগাবে নতুন প্রীতি
তারি তরে গান-গেয়ে ভাই ঈশের আশিস মাগি।

[অন্ধকারের প্রবেশ]

অন্ধকার

কে তুমি বে-আক্কেল বেরসিক ব্যক্তি! সকালবেলা ষাঁড়ের মত চেঁচিয়ে আমার আরামের ঘুমটা মাটি করে দিলে! যাও—যাও, এখান থেকে সরে পড়ো—

ভোরের পাখী

তুমি এমন মার-মুখো হয়ে তেড়ে এলে কেন ভাই? কি তোমার নাম?

অন্ধকার

[ব্যঙ্গ করে] কি আমার নাম? এই বনে বাস করছ, আর আমাকে চেনো না? আমার পোযাকটা দেখছ?

ভোরের পাখী

দেখ্‌ছি বৈ কি?

অন্ধকার

কি এর রং?

ভোরের পাখী

ঘোর কালো!

অন্ধকার

ঘোর কালোকে কি বলে?

ভোরের পাখী

ঘোর কালো মানেই একেবারে অন্ধকার।

অন্ধকার

ঠিক ধরেছ। আমি অন্ধকারই বটে! অন্ধকারে এতটুকু আলো ঢুক্‌তে পারে না। তাই আমি এই বনের মধ্যে বাসা বেঁধেছি। গান, সুর আমার কানে যেন সীসে গলিয়ে ঢেলে দেয়। আলো আমি আদৌ সইতে পারি না। তা তুমি এখানে এসে অন্ধকারকে নাড়া দিয়ে চেঁচামেচি সুরু করেছ কেন?

ভোরের পাখী

ও! তুমি এখনো শোনো নি?

অন্ধকার

কি আবার শুন্‌বো শুনি? আচ্ছা ঝামেলায় পড়া গেল দেখছি!

ভোরের পাখী

এই বনে যে আজ নতুন কবির উদয় হবে। তার আলোতে সারা বন আলোকিত হয়ে উঠবে।

অন্ধকার

[বিষম চটে গিয়ে] কী বল্লে! কী বল্লে! কী বল্লে? নতুন কবির উদয় হবে? বনের মধ্যে আলো জ্বলে উঠবে? আচ্ছা, সকাল হবার আগেই তুমি এমন অলক্ষুণে কথা শোনাচ্ছ কেন? তুমি কি জানো না যে, এ বনে চিরকাল অন্ধকার থাকে? এটা আমার রাজ্যি। এখানে কেউ আলো জ্বালতে পারবে না।

ভোরের পাখী

এতকাল সেই কথা শুনেই ত ঝিমিয়ে ছিলাম। এইবার কে যেন কানে কানে বলে গেল যে, নতুন কবি আস্‌বে, বনে আলো জ্বল্‌বে—সবাই জাগবে!

অন্ধকার

[ঠাট্টা করে] কে যেন কানে কানে বলে গেল! বটে! কোন্ বে-আক্কেল তোমার কানে কানে বল্লে শুনি?

[নীল রঙের হাল্‌কা ওড়না পরে মলয়ার প্রবেশ]

মলয়া

আমি বলেছি গো, আমি। সকলের কানে কানে শুভ বারতা শোনানোই যে আমার কাজ!

অন্ধকার

বটে! শুভ বারতা! তা কি শুভ বারতাটি তুমি বয়ে নিয়ে এসেছ শুনি? তোমার পরিচয়ই বা কি?

মলয়া

আমার পরিচয়? অন্ধকারে যারা মুখ গোমরা করে বসে থাকে, তারা আমার পরিচয় কি করে পারে?

অন্ধকার

আহা! অত গুমরই বা কেন? এ বনে তুমি ঢুকলে কি করে? লক্ষ্মী মেয়ের মত পরিচয়টা আগে দিয়ে ফেল তো!

মলয়া

আমার নাম হচ্ছে মলয়া। ফুর্ ফুর্ করে আমি বয়ে চলি। দেশ দেশান্তরে আমার অবাধ গতি। এই বন এতদিন অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে ছিল। তাই ত আমি আমার নীল ওড়না উড়িয়ে এলাম শুভ বারতা দিতে।

অন্ধকার

কিন্তু তুমি কি জানো না যে, এই বনের মালিক আমি? এখানে অন্ধকারের রাজ্যি? তোমাদের ফুরফুরে হাওয়া আর প্যান্‌প্যানে গান এ বনে চলবে না আমি যতদিন আছি। এই তোমাদের সোজা কথা বলে দিচ্ছি।

ভোরের পাখী

তুমি তো সোজা কথা বলে দিলে! কিন্তু আমার গলা থেকে যে আপনা আপনিই গান বেরুচ্ছে। তুমি বল্‌ছ সোজা কথা, আমি বল্‌ছি সোজা কথা। মাঝখান থেকে কথা যে দুটো হয়ে যাচ্ছে!

অন্ধকার

উঁহু, এই অন্ধকার রাজ্যে কথা শুধু একটি থাকবে, আর সেটি হচ্ছে আমার মুখের কথা—এই অন্ধকারের আদেশ, বুঝলে ?

মলয়া

কিন্তু আমি যে চিঠি নিয়ে এসেছি—সে চিঠি বিলি করবো কার কাছে ?

অন্ধক

[আঁৎকে উঠে] চিঠি ! চিঠি আব. তুমি তো মেয়ে বাপু সুবিধের নও ! প্রথমে বললে শুভ বারত. বলছ চিঠি। প্রতি মুহূর্তে কথা পাল্টানোই বুঝি তোমার কাজ ? প এক কথা— অন্ধকার ! চুপ্ চাপ্ ! নিঝ্ ঝুম। আর কিছু না।

মলয়া

কিন্তু দেশ-বিদেশ, বনে-বনান্তরে সবুজের লিখন বয়ে নিয়ে যাওয়াই যে আমার কাজ। আজ আমি এসেছি এই অন্ধকার বনে চিঠি বিলি করতে। সে লিখন আমি কার হাতে দিয়ে যাবো ?

অন্ধকার

না বাপু ! চিঠি নেবার লোক এ রাজ্যে কেউ নেই। কেউ এখানে পড়তে পারে না। চোখ বুজে ঘুমুতে সবাই জানে। দেখ বাপু মলয়া, এ বন থেকে তুমি অন্য দেশে চলে যাও। এখানে তোমার চিঠি কোন কালেই বিলি হবে না।

মলয়া

তবে কি আমি ফিরে যাবো ?

[ঝলমলে রঙীন লাল পোষাক পরে উষার প্রবেশ]

উষা

না বোন, তুমি ফিরে যাবো কেন ? তোমায় সাহায্য করতেই যে আমি এলাম।

অন্ধকার

[মুখ ভেংচে] ও, তুমি এলে! তা' তোমায় কে' নেমন্তন্ন করে ডেকে এনেছে শুনি? ঝল্‌মলে লাল টক্‌টকে পোষাক, বিদ্যুতের গায়ের রং, কপালে সোনালী টিপ্—আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিতে কে তুমি এলে শুনি?

উষা

এতদিন এ বনে ঢোক্‌বার পথ আমি খুঁজে পেতাম না—

অন্ধকার

আজও না হয় নাই খুঁজে পেতে সে পথ। তোমায় পথ দেখালে কে শুনি?

উষা

আমি উষা। তাই রবির আগমন-বার্তা ঠিক সময় মত আমি পেয়ে গেছি। গগনের কিনারে-কিনারে আমারই তো আবির ছড়িয়ে দেবার কথা।

অন্ধকার

ও, তুমি আবির ছড়িয়ে দেবে? আমি কিন্তু সোজা লোক নই রাঙা উষার মেয়ে। আমি যখন রাগ্‌বো, আল্‌কাতরা দিয়ে সব ঢেকে দেবো। তখন দেখে নিও তুমি। তাই বল্‌ছি, আমায় চটিও না।

উষা

কালোকে, অন্ধকারকে দূর করে দেয়াই তো আমার কাজ।

অন্ধকার

আরে! কে রে পুঁচকে মেয়েটা! এটা আমার রাজ্যি, আর আমাকেই কি না দূর করে তাড়িয়ে দিতে চায়! না, এই উষা মেয়েটাকে আগে তাড়াতে হল দেখ্‌ছি। এরা বস্‌তে পারলে শুতে চায়!

উষা

আমাকে তাড়াবে? আমি রাঙা করে দেবো তোমার এই বন।

উষার নাচ ও গান

আমি রাঙা উষা জাগি পূব গগনে
শিশু রবি ওঠে তাই শুভ লগনে !
ফাগ মাখি সারা গায়
ও মলয়া, সাথে আয়।
আলোর পতাকা ধরি বন-ভবনে

অন্ধকারের আমি বিষম অরি—
আলোর প্লাবন মাঝে বাহি যে তরী
রাঙা মেঘ ভেসে যায়
পাখী পাশে গান গায়
হাতছানি দিয়ে ডাকি নব-তপনে।

অন্ধকার

ও বাবা ! এতক্ষণ অবাক হয়ে তোমার নাচ দেখ্‌ছিলাম, গান শুন্‌ছিলাম। তুমি একা এসে আশ মেটেনি, আবার আর একজনকে হাতছানি দিয়ে ডাকছো। আমার বনে ওসব চল্‌বে না। বেরোও—বেরোও বল্‌ছি শিগ্‌গীর !

[হঠাৎ কোকিলের প্রবেশ]

কোকিল

কুহু, কুহু, কুহু ! আজ এমন শুভদিনে শুভক্ষণে উষাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ কেন ? আমিও যে ঘুমের দেশের ঘুম ভাঙার গান শোনাতে এলাম।

অন্ধকার

বটে ! ঘুম ভাঙার গান শোনাতে এলে ! তোমরা কথাগুলি ত বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে বলো। কিন্তু এমন বেয়াড়া কেন বলো দেখি ?

কোকিল

এ কথাটা তুমি বল্লে কেন তাই ? বেতালা আমরা চলি না, আর বেসুরো আমরা গাই না !

অন্ধকার

তাতো চলো না, আর গাও না। কিন্তু বিনা নিমন্ত্রণে অন্যের বাড়ীতে এমন হুট্ বল্‌তে ছুট্ করে চলে এসো কেন বল তো? কি তোমার নাম?

কোকিল

আমার নাম কোকিল। ভালো খবর থাক্‌লে আমি গান গেয়ে বনভূমিকে জানিয়ে যাই।

অন্ধকার

নাই বা তুমি বনভূমিকে জানালে! এখানে সবাই দিব্যি আরামে ঘুমিয়ে আছি—সেটা বুঝি তোমার সহ্য হচ্ছে না? পরের ভালো তোমরা বুঝি দেখ্‌তে পারো না?

কোকিলের নৃত্য-গীত

কুহু কুহু গান গেয়ে যাই নীরব নিঝুম বনের শাখে
বিশ্ব আমার আপন জানি, তাইত আমায় সবাই ডাকে।
এ বন থেকে বনান্তরে
সুরের ধারা আপনি ঝরে
জগৎ করে কোলাকুলি—সবাই এসে কুশল মাগে
বিশ্ব আমার আপন জানি, তাইত' আমায় সবাই ডাকে॥

সুরের ধারায় স্নান করাবো অশান্ত এই ধরা—
এদেশ হবে চির সবুজ থাকবে নাকো জরা।
জগৎ পারাবারের তীরে
সকল মানুষ জুটবে কিরে—
আসবে এবার নতুন কবি, আয় না বরণ করবি তাকে—
বিশ্ব আমার আপন জানি, তাইত' আমায় সবাই ডাকে॥

[গানের শেষে ছয়টি ঋতু নাচ্‌তে নাচ্‌তে বরণডালা সাজিয়ে এসে ঢুকলো। তাদের দেখে অন্ধকার খুব ভয় পেয়ে গেলো]

অন্ধকার

ওরে বাবা! তোমরা যে দলে কেবলই ভারী হয়ে উঠ্‌ছো! তোমার গান শুনে এই ছয় জন এসে যে হাজির হল, এরা কারা?

কোকিল

এরা হচ্ছে ছয় ঋতু। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত। এই ছয় ঋতু আজকে নতুন কবিকে বিভিন্ন ঋতুর ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নেবে।

অন্ধকার

[ভয় পেয়ে] বরণ—বরণ ত করছ, কিন্তু এদিকে আমার যে মরণ হয়ে উঠ্‌লো! আমি এখন কোথায় যাই—কার পরামর্শ নিই! আমার রাজ্যে এই সব বাইরের লোক কোথা থেকে এসে জুটলো! কে শত্রু, কে মিত্র—আমি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

গ্রীষ্ম

কেন ভাই! আমরা সবাই তোমার মিত্র। গ্রীষ্মের কালবৈশাখীর ঝড়ে যা কিছু অকল্যাণকর আমি দূর করে দেবো।

বর্ষা

আমার বর্ষার ঝরঝর বরিষণে মেদিনীকে শস্য-শ্যামলা করে তুল্‌বো। তোমার বনভূমি সবুজ হয়ে উঠ্‌বে।

শরৎ

শরৎকালের মাধুরিমায়, শিউলি ফুলের গন্ধে, কাশফুলের দোলনে, শরতের হাল্‌কা মেঘের ভেলায় তোমায় কল্পনার রাজ্যে নিয়ে যাবো।

হেমন্ত

হেমন্তের ফসলের প্রাচুর্য্যে তোমার বনভূমিকে আমি সকল দিক দিয়ে পূর্ণ করে রাখ্‌বো। অভাব তোমার এতটুকু থাকবে না।

শীত

শীতের দিনে অনুরাগে তোমায় নিবিড় করে কাছে টেনে নেবো।

বসন্ত

বসন্তের পুষ্প-সম্ভারে আমরা তোমায় আপনার করে নেবো। গানে-গানে সকল ব্যথা দেবো ভুলিয়ে!

অন্ধকার

কথার মারপ্যাঁচে তোমরা দেখ্‌ছি আমায় সপ্তম স্বর্গে নিয়ে তুলছো। কিন্তু বেশ বুঝতে পারছি—লোক তোমরা মোটেই ভালো নও! নইলে এই শেষ রাত্তিরে এসে আমার আরামের ঘুমটা নষ্ট করে দাও?

ভোরের পাখী

সত্যি বল্‌ছি ভাই অন্ধকার, তুমি আমার সঙ্গে মিতালী পাতাও।

মলয়া

আমি তোমার ছোট্ট বোন। ঝির্‌ঝিরে হাওয়া দিয়ে তোমায় আমি শান্ত করে রাখ্‌বো; তাহলে বুঝতে পারবে আমরা সবাই তোমার মঙ্গল চাই।

উষা

ভোরের উষার ফাগ মাখিয়ে তোমায় রঙীন করে রাখ্‌বো। তোমার মনও রঙীন হয়ে উঠ্‌বে। যাদের শত্রু মনে করছ, তারা হয়ে উঠ্‌বে তোমার আপনার জন।

কোকিল

কুহুতানে আমি তোমার মনের সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেবো ভুলিয়ে। তা হলে বুঝ্‌তে পারবে—সারা বিশ্ব তোমার কত আপনার!

অন্ধকার

না না, তোমরা সব মায়াবীর দল! কথায় ভুলিয়ে আমায় বশ করতে চাও! তারপর সুযোগ বুঝে এই অন্ধকারপুরী থেকে আমায় দেবে তাড়িয়ে। বেরোও সব, নইলে আমি একেবারে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবো—হুঁ!

ছয় ঋতু

সবাইকে তুমি তাড়াতে পারো, কিন্তু আমাদের এই ছয় বোনের কথা

তোমায় শুন্‌তেই হবে। পাগল ভাইকে কি করে শান্ত করতে হয়, তা আমরা জানি!

অন্ধকার

অ্যাঁ! তোমরা আমায় ভাই বলে ডাক্‌লে! আমার এই কালো চেহারা দেখে তোমরা ভয় পেলে না? সত্যি করে বলো, আমায় ঘৃণা করো না তোমরা? আমি তোমাদের ভাই! চাঁদের আলোর মত ফুট্‌ফুটে আমার ছয়টি বোন আছে! অন্ধকারের কোটরে বসে একথা আমি কোনদিনের তরেই ভাব্‌তে পারিনি!

ছয়ঋতু

কেন ভাবতে পারবে না ভাই? সত্যি, আমরা তোমার ছয়টি আদরের বোন। আমাদের অন্ধকার দাদাকে নাচ দেখাতে আর গান শোনাতে এসেছি। আমাদের গান শুন্‌লে, নাচ দেখ্‌লে তোমার সব অকল্যাণ দূর হয়ে যাবে। তুমিও এসে আমাদের পাশে দাঁড়াবে।

অন্ধকার

আমার ছ'টি বোন! কি আনন্দ! তোমরা গাও—আমি চোখ বুজে শুনি!

ছয়টি ঋতুর গান

ধুলির ধরায় আমরা ছ' বোন ফুটাই কুসুম রাশি
দুঃখ বেদন সব ভুলিয়ে হাসি মধুর হাসি।
বাজ্‌ছে মনে প্রীতির বাঁশী
তাই ত ভায়ে দেখ্‌তে আসি—
মঙ্গলেরই আমরা মিতা, নইকো সর্বনাশী!

শান্তি-বারি ছিটাই মোরা এই ধরণীর বুকে—
দুখের দিনে কাঁদব আসি, হাসব সাথে সুখে।

রঙীন ফুলে মাল্য গাঁথি
আমরা আবার উঠব মাতি
কান্না হাসির ছয়টি মালায় সবায় ভালোবাসি
ধুলির ধরায় আমরা ছ' বোন ফুটাই কুসুমরাশি।

[অতি আনন্দে অন্ধকারের চোখে জল এসেছিল]

অন্ধকার

সত্যি, তোরা এত ভালো! আর আমি তোদের দূর করে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিলাম!

[নদীর প্রবেশ]

[সুন্দরী শ্যামলী মেয়ে, চোখে মায়া অঞ্জন, হাতে ধান্যগুচ্ছ]

নদী

দূর করে তাড়িয়ে দিলে ত চল্‌বে না ভাই! সকলের সঙ্গে ভাব জমিয়ে আমার যাওয়া-আসা। কাছে টেনে নেবো সবাইকে।

অন্ধকার

তুমি আবার কে বোন? মায়া-অঞ্জন চোখে পরেছ—নীল রঙের বেশ, হাতে ধান্য-গুচ্ছ!

নদী

আমি নদী। দেশ-দেশান্তরের বুকের ওপর দিয়ে আমি চলে যাই। কবি বলেছেন—"যে পথ দিয়ে চলিয়া যাবো, সবারে যাবো তুষি'।" আমিও যে পথ দিয়ে যাই, তু'পাশ শস্য-শ্যামলা করে তুলি। শুধু কি তাই? এক দেশের ভাব-ধারা আর এক দেশে বয়ে নিয়ে গিয়ে বপন করে আসি। আজ মলয়া খবর পেঁীছে দিলে যে, কবি আস্‌ছে; তাই তো তার ভাব, তার ভাষা, তার ছন্দ, তার মিল দেশে দেশে বয়ে নিয়ে যাবার জন্য এসে উপস্থিত হয়েছি। কৈ আমাদের তরুণ কবি? তার আস্‌বার শুভলগ্ন কি এখনো আসে নি?

কোকিল

লগ্নের আর বেশী বাকি নেই। সেইজন্যেই তো আমি আগে থেকে এসে আগমনী গান গেয়েছি।

নদী

তোমরা গেয়েছ আগমনী, আর আমি বয়ে নিয়ে যাবো কবির বাণী। সারা পৃথিবী উন্মুখ হয়ে রয়েছে কবির বাণী শোনবার জন্যে। গ্রহে-গ্রহে, তারায়-তারায় চলেছে কানাকানি। সমুদ্র স্তব্ধ হয়ে প্রহর গুণ্‌ছে তার পদধ্বনি শোন্‌বার জন্য। কিন্তু কবির বাণী বয়ে নিয়ে যাবো আমি।

নদীর নাচ-গান

কুলু-কুলু ধ্বনি মোর শুনেছ কানে?
সে শুধু পরাণ পায় কবির গানে।
ছন্দের জাগে দোল
মধুবাণী……হিন্দোল
ভাব ও ভাষায় সে যে বন্যা আনে!
(শুনেছ কানে?)

ফুলপরী জেগে ওঠে সে বাণী শুনে—
সুরধুনি হেরে যায় ছন্দ গুনে!
জোছনায় পায় লাজ,
তারা দল খোলে সাজ
শিশু রবি কোন্ সুধা ধরায় আনে!

[পাহাড়ের প্রবেশ]

পাহাড়

কবির আগমনের সংবাদ পেয়ে সুধা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। তাই তো আর চুপ বসে থাক্‌তে পারলাম না। ছুটে এলাম তোমাদের মাঝখানে—সে সুধার ভাগ নিতে।

অন্ধকার

তুমি কে ভাই ? বিরাট তোমার চেহারা। সবাইকে ছাড়িয়ে মাথা উঁচু হয়ে উঠেছে ! বলিষ্ঠ তোমার দেহ, দীর্ঘ তোমার বাহু। তোমায় তো এ অঞ্চলে কখনও দেখি নি !

পাহাড়

আমি পাহাড়। কবির বাণী লাভ করে আমি ধ্যান-মগ্ন হয়ে থাক্‌বো। যুগ-যুগ তপস্যা করব সেই মন্ত্র উচ্চারণ করে। কবি কি এখনো এসে পৌঁছোয় নি ? শুকতারা আমায় বলে দিলে যে, কবির আসবার সময় হয়ে গেছে।

নদী

শুকতারা, শুকতারা তোমায় খবর পৌঁছে দিয়েছে ? তবে আর দেরী নেই। কোথায় বরণডালা ? কোথায় মঙ্গলশঙ্খ ?

[সাগরের প্রবেশ]

সাগর

মঙ্গলশঙ্খ আমি নিয়ে এসেছি নদী, কবিকে অভ্যর্থনা করে নেবো বলে।

অন্ধকার

তুমি কে ভাই ? উর্ম্মিমালা তোমার শিরে স্তব্ধ হয়ে আছে। তোমার দেহে অসংখ্য মণি-মাণিক্য। দুষ্প্রাপ্য শঙ্খ তোমার হাতে ! প্রবাল দিয়ে তোমার কটিদেশকে অলঙ্কৃত করেছ ! কে তুমি ?

সাগর

আমি সাগর। পৃথিবীর লোক আমার নাম দিয়েছে রত্নাকর। কত মণি-মাণিক্য, মুক্তো, প্রবাল আমার অতলতলে ধূলির মত পড়ে আছে। তবুও আমার মন ক্ষণে-ক্ষণে গুম্‌রে উঠে বলে, ওরে সাগর, এত ধনরত্ন থাক্‌তেও তুই নিস্ব, তুই সর্ব্বহারা ; কবির বাণী বুকে ধারণ করে আয়, তবেই তোর রত্নাকর নাম সার্থক হবে। তাই ত আমি পাতালপুরী ছেড়ে ছুটে

এলাম তোমাদের কাছে। কোথায় গেলে কবির দেখা পাবো, আমায় বলে দাও।

[সহসা মধুর বাদ্যধ্বনি শোনা গেল। চারিদিক স্নিগ্ধ আলোয় ভরে গেল। এক শিশুকে কোলে নিয়ে পঁচিশে বৈশাখের প্রবেশ]

পঁচিশে বৈশাখ

কবিকে নিয়ে এলাম আমি। তোমরা সবাই দেখ, নয়ন-মন চরিতার্থ করো।

অন্ধকার

কে, কে তুমি? আমি এত আলো সইতে পারছি নে। আমার চোখ ঝল্‌সে যাচ্ছে—আমি পালাই—রবির উদয় হলে অন্ধকার আপনিই মিলিয়ে যায়।

[অন্ধকারের দ্রুত প্রস্থান]

সাগর

কে তুমি? তরুণ রবিকে বক্ষে ধারণ করবার গৌরব লাভ করেছ?

পঁচিশে বৈশাখ

আমি পঁচিশে বৈশাখ। এই ত আমার গর্ব্ব যে, বিশ্বকে দান কোরছি সেরা-রত্ন। এই কবির বাণী শুনে মানুষ মানুষকে ভালবাসতে শিখ্‌বে। মহামানবের সাগরতীরে সবাইকে আহ্বান করে মানুষ বল্‌তে পারবে, ওরে তোরা সবাই আমার আপন, কেউ পর নোস্—সুখে-দুঃখে, আনন্দে-বেদনায় সবাই সবাইকার ব্যথার ব্যথী। একের চোখের জল অপরে মুছিয়ে দেবে—জেগে উঠবে এক শান্তিনিকেতন।

সমবেত নৃত্য-গীত

এলো পঁচিশে বৈশাখ!
ডাক দিল প্রাণে প্রাণে সবাই বাজা শাঁখ
ভোরের পাখী থাকি থাকি বল্লে, খোকা ওঠ—
পূব আকাশের রঙিন আবির সবাই এসে লোট্

ওই মলয়ার ফুর্‌-ফুরে বায় ফুল ফোটে লাখ্‌ লাখ্‌
সবাই বাজা শাঁখ
এলো পঁচিশে বৈশাখ।

কোকিল ডাকে কুহু তানে ছয়টি ঋতু আয়—
সবাই মিলে করবি বরণ সময় বয়ে যায়।
শুনবি নদীর কলধ্বনি
তীরে বসে প্রহর গনি—
নতুন কবি গড়বে এবার আনন্দ-মৌচাক।
পাহাড়, সাগর দোল্‌না দোলায় তাদের তোরা ডাক্‌
সবাই বাজা শাঁখ
এলো পঁচিশে বৈশাখ!

যবনিকা



[শরৎকাল এসেছে···কিন্তু নদীর ধারের ছোট্ট গাঁ-খানিতে এখনও শরতের কোন আভাস পাওয়া যাচ্ছে না। সব যেন থম্‌থমে ঝিম্‌ঝিমে! আকাশে নেই হাল্কা মেঘ······ নদীর তীরে-তীরে নেই কাশ ফুলের গুচ্ছ। একটা শুক্‌নো মরা গাছের ডালে বসে টুনটুনি আপন মনে চারিদিকে তাকাচ্ছে।]

টুনটুনি

এবার এমনটি কেন হল ভাই নদীর বাঁক! ফি বছর শরৎ আসার সঙ্গে সঙ্গে তোমার ধারে-ধারে কত কাশ ফুল মিঠে হাওয়ায় মাথা দোলায়! এবার তারা কোথায় লুকোলো আমায় বলতে পারো?

নদীর বাঁক

ঠিক কথা বলেছ ভাই টুনটুনি! শরৎকাল এলো, কিন্তু কাশ ফুল এখনো ফুটলো না···এমনটি ত কোনো বছর হয় নি! আর তোমার গলাতেই বা গান কৈ? বছর-বছর এমনি দিনে গানে-গানে তুমি বনভূমিকে

সোনার কাঠির পরশ দিয়ে বাঁচিয়ে তোলো। সত্যি, বর্ষায় ওরা যেন ঝিমিয়ে মরেই থাকে! গাও না ভাই টুনটুনি—একটা শরৎকালের মিষ্টি গান—!

টুনটুনি

কি বলব ভাই দুঃখের কথা! গলায় আমার গান বেরোয় না। তুমি প্রাণের বন্ধু,···তোমার তীরের গাছেই সারা জীবনটা কাটিয়ে দিলুম···তাই কথাটা তোমায় বলি! গান যেন গলা থেকে পালিয়ে গেছে!

শিউলী গাছ

এতক্ষণ তোমাদের কথাই শুন্‌ছিলাম ভাই টুনটুনি—

টুনটুনি

তুমি আবার কে ভাই—বনের মাঝখান থেকে কথা কও?

শিউলী গাছ

আমায় চেনো না?···আমি যে শিউলি গাছ। ফি বছর এমন দিনে আমার পাতার আড়ালে আড়ালে লাখো-লাখো শিউলি ফুল ফোটে···সেই মিষ্টি গন্ধেই না তোমার কণ্ঠে আসে গান···

টুনটুনি

তাই ত! ঠিক কথাই ত! শরতের মিষ্টি সকাল···কিন্তু শিউলির প্রাণ-মাতানো সুবাস নইলে আমার গলায় গান জাগ্‌বে কী করে? ফোটাও না তোমার পাতায়-পাতায় শাখায়-শাখায় লাখো ফুল···গান গেয়ে আমি বেঁচে যাই—

শিউলী গাছ

সেই দুঃখেই তো চুপ করে আছি ভাই টুনটুনি! তোমরা এতদিনের পুরোনো বন্ধু···তোমাদের ডেকেও কথাটি পর্য্যন্ত কই নে! কে ফোটাবে আমার শাখায় শাখায় ফুল? আমি তো তাকেই রাতদিন শুধু ডাক্‌ছি—

থল-কমল

আমারো মুখে ঐ একই কথা ভাই শিউলি গাছ! এমন দিনে

থল-কমলের ভারে আমি নুয়ে পড়ি···লাল হয়ে থাকে আমার আশ-পাশ, চারদিক! আশ-শ্যাওড়া আর বন-কদম আমার রূপ দেখে কী হিংসেটাই না করে! কিন্তু আজ আমার গাছে একটি ফুলও ধরে নি! এমন করে কে আমাদের কাঙাল করলে বল্‌তে পারো?

নদীর বাঁক

পারি না বলেই ত ছল-ছল চোখে চেয়ে থাকি···যতদূর ছ' চোখ যায়। একটি পাল-তোলা নৌকোও ত চোখে পড়ে না—

টুনটুনি

কার কথা তুমি বলতে চাইছ নদীর বাঁক? কে পাল-তোলা নৌকায় চড়ে আসবে?

নদীর বাঁক

এখনো কি তুমি বুঝতে পারো নি টুনটুনি? কার আশা-পথ চেয়ে চেয়ে আমার চোখ দুটো জলে ভরে আসে? মাতাল হাওয়া এলোমেলো কি কথা বলে কিচ্ছু বুঝ্‌তে পারি নে! শুধু তাকিয়ে থাকি দূরে···যেখানে আমার চোখের জল আর আকাশের মেঘ এক হয়ে মিশে গেছে। কিন্তু কৈ, সাদা পাল-তোলা ময়ূরপঙ্খী নৌকো?

টুনটুনি

সাদা পাল-তোলা ময়ূরপঙ্খী নৌকো? তুমি যে ক্রমেই হেঁয়ালী বলতে সুরু করলে নদীর বাঁক!

নদীর বাঁক

বুঝেও যদি তোমরা বুঝ্‌তে না চাও টুনটুনি, তবে আমিই বা কি করে তোমাদের বোঝাবো বল?

টুনটুনি

সত্যি করে বল না ভাই নদীর বাঁক! বুদ্ধি আমার ক্রমেই এলোমেলো আর ঘোলাটে হয়ে উঠ্‌ছে!

নদীর বাঁক

সেই যে একরত্তি খোকা আর জ্যোৎস্নার চাঁছি দিয়ে তৈরি ছোট্ট খুকী আমাদের এই বাঁকে খেল্‌তে আসতো……?

টুনটুনি

সে ত ভুলে-যাওয়া সেই কবেকার কথা! তোমার নদীর জলকে রাঙা করে পূব আকাশে উঠ্‌ত সোনালী থালার মতো সূয্যিমামা, আর সেই সঙ্গে খোকা আর খুকু আসত এই নদীর বাঁকে খেলা করতে! মনে পড়েছে ভাই নদীর বাঁক,…তখন আমার গলায় কি সুরই না খেলত!

শিউলী গাছ

আমারো মনে পড়েছে ভাই নদীর বাঁক! দুষ্টু দখিনা-পবন খোকাখুকুর কোঁক্‌ড়া চুল নিয়ে খেলা করত, আর ওরা দুজনে কোঁচড় ভরে আমার গাছের তলাকার ফুল কুড়োতো হাসিমুখে! খুকু গাইতো মিঠে কোমল সুরে গান, আর খোকা দিত হাত-তালি! মনে হত আমার তলায় চাঁদের হাট বসে যেতো…সকাল-সন্ধ্যে! কোথায় গেছে তারা? তাদের ত' আর দেখ্‌তে পাই নে!…বল না ভাই নদীর বাঁক…তুমি তো তাকিয়ে থাক অনেক দূরের পানে!

কাশ

সত্যি কথা ভাই মনে করালে নদীর বাঁক! কেন আমি মাটির তলায় মন-মরা হয়ে আছি তা এদ্দিনে বুঝ্‌তে পারলাম! এইখান দিয়েই তো হেঁটে বেড়াতো কচি-কচি দু' জোড়া পা! বুঝি সেই চরণের পরশেই—কাশ ফুল আমি জীবন্ত হয়ে উঠ্‌তাম…আমার ফুলের চামর দুলিয়ে দিতাম তোমার বাঁকে-বাঁকে! মিষ্টি হাওয়া এসে তাতে দোল খেতো…কত কথা বল্‌ত!

থল-কমল

শুধু কি তাই! ছুটতে ছুটতে আসতো আমার তলায়। খোকা ডাল নুয়ে ধরতো আর খুকী তার নরম তুলতুলে হাত দিয়ে থল-কমল

তুলে নিয়ে খোঁপায় পরত। মনে হত আমার শাখার চাইতে খুকীর কোঁকড়া চুলের খোঁপাতেই বুঝি থল-কমলকে মানায় ভালো। কোথায় যে তারা একদিন চলে গেল—

নদীর বাঁক

কোথায় যে তারা চলে গেল সে কথা জানি শুধু আমি। একদিন সন্ধ্যেবেলা···গাঁয়ের বৌ-ঝিরা সবে সাঁঝের প্রদীপ ভাসিয়েছে আমার জলে···এমন সময় কোত্থেকে এলো এক ময়ূর-পঙ্খী নৌকো···লাগ্‌লো এসে এই বাঁকে!

টুনটুনি

সেই নৌকোয় তারা উঠল বুঝি?

নদীর বাঁক

হ্যাঁ···হাত ধরাধরি করে তারা ছুটিতে এলো এই বাঁকে···যেখানে আমি আর তুমি কথা বল্‌ছি। সঙ্গে সঙ্গে এলো ওদের মা। শুন্‌লাম, ওরা গুরুগৃহে যাচ্ছে বিদ্যে শিক্ষে করতে। সেই থেকে ত আমি দিন গুণ্‌ছি।

টুনটুনি

তবে কি ভাই ওরা আর ফিরে আস্‌বে না—নদীর বাঁক?

নদীর বাঁক

আজ ওদের মা এসেছিল নদীতে স্নান করতে...আর কলসী ভরে জল নিয়ে যেতে। ওদের মা কাকে যেন বল্‌ছিল আজ খোকা-খুকুর আসবার কথা। কান পেতে আমি শুন্‌লাম সেই কথা!

টুনটুনি

সত্যি?

শিউলী গাছ

সত্যি?

থল-কমল

সত্যি?

কাশ

সত্যি ?

নদীর বাঁক

হ্যাঁ,—সত্যি—সত্যি—সত্যি ! নইলে কি আজ আমি এমন করে দূরের পানে চেয়ে থাকি ?

টুনটুনি

কিন্তু কোথায় সেই ময়ূরপঙ্খী নৌকো ?

শিউলী গাছ

আর কোথায়ই বা তার দুধে ধোয়া সাদা পাল ?

নদীর বাঁক

চুপ ! চুপ ! দূর থেকে কার যেন গান ভেসে আস্‌ছে না ? আমার ঢেউ সেই গানের কলি বয়ে নিয়ে এসেছে আমার কানে !

টুনটুনি

তাই ত ! গানই ত ! আমি শুনতে পাচ্ছি ! হ্যাঁ—হ্যাঁ—সুন্দর মিষ্টি গলায় গান।

শিউলী গাছ

আমি কেন শুন্‌তে পাচ্ছি না ? টুনটুনি ভাই, তুমি এই নদীর বাঁকের সব চাইতে উঁচু গাছের ডালে উঠে যাও,…দেখ সত্যি ময়ূরপঙ্খী দেখা যাচ্ছে কি না—

নদীর বাঁক

আমি কিন্তু দেখেছি…ওপরে ওই মাস্তুল—আর তার নীচেই দুধে-ধোয়া পালের খানিকটা…ওরে তারা ছুটিতে আস্‌ছে…তারা এলো বলে…। মন-পবনের নাও—কতক্ষণই বা লাগ্‌বে ?

টুনটুনি

আমি ওদের গান শুনতে পাচ্ছি স্পষ্ট ! তোমরাও কান পেতে শোনো না ভাই !

[খোকা-খুকুর গান]

এই ত আবার এলাম ফিরে মোদের নদীর বাঁকে !
যেই কাননে টুনটুনি গায়···শিউলী ঝরে থাকে !

নদীর বাঁক

শুনতে পাচ্ছ ভাই টুনটুনি ? খোকা-খুকু আমাদের কথাই গানে বল্‌ছে !

থল-কমল

কিন্তু ভাই নদীর বাঁক, ওরা আমায় এমন করে ভুলে গেল !

কাশ

তাই ত ! আমার নাম ওরা একবারটিও বল্‌ছে না !

টুনটুনি

চুপ ! চুপ ! গান ওদের এখনো শেষ হয় নি ; তোমরা সবাই কান পেতে শোনো—

[খোকা-খুকুর গান]

থল-কমলে আড়চোখে চায়
কাশ যে কেবল চামর দোলায়
বন-কপোতী সেথায় শুধু
উড়ছে ঝাঁকে—ঝাঁকে—
এই তো আবার এলাম ফিরে
মোদের নদীর বাঁকে !

এই তো আবার এলাম ফিরে
মোদের নদীর বাঁকে···
এমন মধুর গাঁ ছেড়ে ভাই
কেউ কি দূরে থাকে ?
গুণ্‌গুনিয়ে ভোমরা যে গায়—
বাঁশের বনে বংশী বাজায়

শিশুর সাথী যতেক ছিল
ছুটল লাখে লাখে ;
তাই তো আবার এলাম ফিরে
মোদের নদীর বাঁকে !

টুনটুনি

কি মজা! কি মজা! খোকা-খুকুর গান শুনে এতদিন পর আমার গলায় আবার গান জেগেছে! আমিও আজ ওদের সঙ্গে গাইব। গানে-গানে বনভূমি মুখরিত করে তুল্‌বো।

নদীর বাঁক

গাও ভাই টুনটুনি গাও…! খোকা-খুকুর ময়ূরপঙ্খী নাও এসে আমার বাঁকে লাগ্‌লো। ওরা ছুটিতে নাম্‌ছে…আমি ওদের নরম পায়ের পরশ পাচ্ছি…এমন সময় যদি তুমি না গাইবে, তবে কোন্ শুভ-লগ্নে আর তুমি গাইবে ভাই টুনটুনি ?

কাশ

কি আশ্চর্য্য নদীর বাঁক,…চেয়ে দেখ…আমার কাশের গুচ্ছ এতদিন শুক্‌নো হয়ে মাটিতে মুখ লুকিয়েছিল। না ছিল তায় রস, না ছিল তায় ফুল। লোকের পায়ে ফোটা ছাড়া আর অন্য কোনো কাজ ছিল না। আর আজ চেয়ে দেখ, লাখো-লাখো কাশ ফুল কেমন তোমার বাঁকে-বাঁকে হাওয়াতে হেল্‌ছে দুলছে !

শিউলী গাছ

আর আমার গাছের তলাটার দিকে বুঝি তুমি তাকাবে না নদীর বাঁক ? শিউলী ফুলে গোটা জায়গাটা ছেয়ে গেল যে! মিষ্টি গন্ধে সমস্ত তীরটা ভরপূর হয়ে গেছে ; গন্ধ পাচ্ছ তুমি ভাই টুনটুনি ?

থল-কমল

আর আমার পানেই বুঝি চাইতে তোমার বারণ ? চেয়ে দেখ না একবার এদিক পানে…রাশি রাশি থল-কমলের ভারে যে আমি নুয়ে

পড়লাম! কি মজা! খোকা-খুকু এই দিক পানেই আসছে! আজ আমি সমস্ত ফুল উজাড় করে ওদের মাথায় ঢেলে দেব।

টুনটুনি

তোমাদের সবাইকার সাজি আজ ফুলে ফুলে ভরে উঠেছে। আমারও কণ্ঠে জেগেছে গান! গান কি একা আজ শুধু আমিই গাইব? তোমরা কি আমার সাথে আনন্দের গান গাইবে না?…এসো, তোমরাও আমার সঙ্গে যোগ দাও, খোকা-খুকুকে আমরা বরণ করে নিই।……

[সকলের সমবেত গান]

আমরা শিশু সাথা—
শিশুর পায়ের পরশ পেলে আনন্দে যাই মাতি!
শিউলী শাখে ঝুলন ঝুলাই…
সবাই মিলে সপ্তমে গাই…
ফুল-কুঁড়িদের ঘুম যে ভাঙাই… তাতেই মালা গাঁথি!

আমরা শিশু-সাথী
নিঝুম কানন মাঝে আজি এলো অরুণ ভাতি!
বন ময়ূরের রঙ নিয়ে ভাই
নয়ন-কোণে কাজল মাখাই
সব শিশুরে বরণ করি হৃদয়-আসন পাতি—
আমরা শিশু সাথী!

[গানে গানে বনভূমি মুখরিত হয়ে উঠ্‌ল…নীলাকাশে হাল্‌কা মেঘ ছুটোছুটি করে ফির্‌তে লাগ্‌ল…ছুটে এলো চঞ্চল হাওয়া…কাশের বনে সে কী তার লুকোচুরি খেলা… ফুলের গন্ধে চারদিক মেতে উঠ্‌ল মেতে…খোকা-খুকুকে ঘিরে ছোট গ্রামখানিতে নেমে এলো শরৎ।]

যবনিকা



জন্মদিনে

[ঘরের ভেতর একটা নীল আলো জ্বলছে। ঘরের মধ্যে খোকা ছাড়া আর কেউ নেই। খোকা তার বিছানায় শুয়ে পরী দেশের গল্প পড়ছে। আর মাঝে মাঝে জানালা দিয়ে তারায় ভরা আকাশের দিকে তাকাচ্ছে]

খোকা

কি মজার বইটা! পরী দেশের এমন সুন্দর গল্প আছে আমি জানতামই না। কাল আমার জন্মদিন। তাই ছোট কাকা এমন সুন্দর বইখানি আমায় উপহার দিয়েছে। শোবার আগেই বইখানি পড়ে শেষ করতে হবে।

[আবার পড়তে লাগল]

খোকা

পরী দেশের পরী, আকাশের তারা, ফুল, নদীর জল, চাঁদের আলো, পক্ষীরাজ ঘোড়া, এদের কথা এত সুন্দর যে, কিছুতেই ভোলা যায় না!

পড়ে ফেলি সবগুলি পাতা। [পড়তে লাগল। কিন্তু একটু পরেই হাই উঠল] তাইত। ঘুম পাচ্ছে যে! বিছানা থেকে উঠে খানিকটা পাইচারী ক'রে নিই, তা হ'লে ঘুমটা পালিয়ে যেতে পথ পাবে না!

[বেশ খানিকটা পাইচারী করল ঘরের ভেতর, তারপর টেবিল-চেয়ারে গিয়ে বসল]

হ্যাঁ, এইখানে বসলে আর ঘুম পাবে না। গল্পের বইটা তাড়াতাড়ি পড়ে ফেলতেই হবে।

[খানিক বাদে দেখা গেল—খোকার মাথাটা ঝুঁকে পড়ল টেবিলের ওপর। তারপর হঠাৎ হাত থেকে ঠকাস্ করে পড়ে গেল পরী দেশের গল্পের বইটা। পরী দেশের গল্পটা শেষ করবার আগেই খোকা অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ল। একটি ঝিম্ ঝিমে বাদ্যধ্বনি শোনা যেতে লাগল। তারপর বহুদূর থেকে একটা ঘোড়া যেন ছুটতে ছুটতে আসছে—এমনি শব্দ শোনা গেল। বাদ্যধ্বনি দ্রুততর হ'ল,—ঘরের আলো আরও স্তিমিত হয়ে এল। হঠাৎ দেখা গেল, একটা পক্ষীরাজ ঘোড়া জানালা দিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়েছে]

খোকা

কে? কে তুমি এত রাত্তিরে আমার ঘরের জানালা দিয়ে ঢুকে পড়লে?

পক্ষীরাজ

[ঘোড়ার ডাক] কে আমি? আমার পরিচয় চাও তুমি? আচ্ছা, তা হ'লে শোনো—

[ছড়া]

পক্ষীরাজের ঘোড়া আমি,
উড়ি আকাশ পথে—
খোকা আমার সঙ্গে এসো তোমার মনোরথে।
উচ্চ আশা থাকে যদি ছোটো আমার সাথে—
তেপান্তরের মাঠ পেরুবো
ঘন আঁধার রাতে॥

খোকা

ছড়াতে কি তুমি বলতে চাইছ ভালো ক'রে বুঝিয়ে বলো। আমি তোমার হেঁয়ালী ধরতে পারছি না।

পক্ষীরাজ

ও! এই কথা! আচ্ছা, তা হ'লে শোনো। আমি হচ্ছি পক্ষীরাজ ঘোড়া। ছোটদের আশা-আকাজ্ক্ষার প্রতীক আমি। এক মুহূর্ত্তে পেরিয়ে যাই সাত সমুদ্দুর তের নদী! ডিঙিয়ে চলি তেপান্তরের মাঠ, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর বুড়ো অশথ গাছ, পৌঁছে যাই—পরীর দেশে।

খোকা

খোকা। আঁ্যা! তুমি পরীর দেশে পৌঁছে যাও? আমায় সঙ্গে নিয়ে নিয়ে যাবে ভাই পক্ষীরাজ?

পক্ষীরাজ

তোমার সঙ্গে তো আমার সব সময়েই মিতালী। মনে যদি উচ্চাকাজ্ক্ষা থাকে তবে আমার সোয়ার হবে বসো। চক্ষের পলক ফেলতে না ফেলতে তোমায় সাত রাজ্য ঘুরিয়ে নিয়ে আসবো। কাল তোমার জন্ম দিন, আর সেই জন্যই তো তোমায় সে কথা মনে করিয়ে দিতে এলাম। মনে উচ্চ আশা রাখবে খোকা, তা হ'লেই আমার পিঠে চড়ে যেখানে খুশী চলে যেতে পারবে।

খোকা

ও পক্ষীরাজ, শোনো, শোনো। একি! পক্ষীরাজ জানালা গলিয়ে আবার কোথায় পালিয়ে গেল? [ঘোড়ার পায়ের শব্দ ও দ্রুত বাদ্যধ্বনি]

[মন্দারের প্রবেশ]

মন্দার

পক্ষীরাজ পালিয়েছে, কিন্তু আমি তো তোমার কাছে ভাসতে ভাসতে এলাম।

খোকা

অ্যা তাইত! কি মজার ফুল। ভারী সুন্দর গন্ধ তো। রঙেরই বা কি বাহার।

মন্দার

কে আমি জানতে চাইছ··· ?

[ছড়া]

পরীর দেশের ফুল
নাই মোর সমতুল
মন্দার নাম মোর ভাই—
যেবা মোরে কাছে ডাকে
আসি সকলের আগে
তাহারে যে ভালবাসি তাই ॥

খোকা

আমি তোমায় ডেকেছি নাকি? ভারী মজা তো। তোমার নামটি সত্যি চমৎকার মন্দার।

মন্দার

হ্যাঁ, তোমার ডাকেই তো আমি এলাম। তোমায় ছুটি কথা বলব বলে।

খোকা

কি কথা বলবে বলো না—

মন্দার

কাল তোমার জন্মদিন। অনেকের কাছ থেকে অনেক উপহার তুমি পাবে। কিন্তু একটি কথা ভুলো না খোকা যে, মানুষের যদি কোনো গুণ না থাকে তবে তার জীবনই বৃথা। আমার যেমন সুগন্ধ আছে, তেমনি তোমার গুণের কথা লোকের মুখে-মুখে ছড়িয়ে পড়ুক। তোমার যশ-সৌরভে

চারিদিক আমোদিত হোক—। এই আশীর্বাদ করতেই আজ রাত্তিরে চুপি চুপি তোমার ঘরে ঢুকেছি। দিনের বেলা হাজার লোকের ভীড়ে তো আমি আসতে পারি না।

খোকা

সত্যি, কি সুন্দর তুমি মন্দার। তোমার সুন্দর গন্ধে আমার মন ভরে গেল। আমার ঘরে তুমি একটু থাকো মন্দার—! একি! মন্দার হালকা হাওয়ায় ভেসে পালিয়ে গেল!

[জ্যোৎস্নার প্রবেশ]

জ্যোৎস্না

হ্যাঁ, মন্দার পালিয়েছে কিন্তু আমি তো এলাম তোমার সঙ্গে ভাব জমাতে!

খোকা

কে তুমি, চাঁপা ফুলের রঙের সুন্দর পোষাক পরেছ, মাথায় চাঁদের মুকুট—

জ্যোৎস্না

আমার পরিচয় জানতে চাইছ—?

[ছড়া]

আমি যে জ্যোছনা রাশি
তা কি জান না?
ভব সাথে মোর ভাব—তাকি মানো না?
এ জীবনে যাহা কিছু শুভ্র—ভালো—
সবই জেনো আমারই এ জ্যোছনা আলো॥

খোকা

তাই নাকি? তা কি মনে ক'রে তুমি আমার কাছে এসেছ শুনি?

জ্যোৎস্না

আজ এই নিঝুম রাত্তিরে তোমার কাছে এসেছি একটি কথা মনে করিয়ে দিতে। আমি হচ্ছি পরী দেশের জ্যোৎস্না। যত তুমি ভালো কাজ করবে—

তোমার জীবনে তত জ্যোৎস্না জাগবে। ভালো কাজ ক'রে চলো, দেখবে— তোমার শুভ্র জ্যোতিতে চারিদিক ভরে গেছে। কাল তোমার জন্মদিন। আমি পরীর দেশের জ্যোৎস্না, তোমায় আশীর্বাদ করবো না ? এই আশীর্বাদ করতেই আমি এসেছিলাম— [জ্যোৎস্না মিলিয়ে গেল]

খোকা

আচ্ছা জ্যোৎস্না, একি। এরই মধ্যে পালিয়ে গেল ? ওর সঙ্গে যে দু দণ্ড ভালো ক'রে কথা বলতেই পারলাম না !

[নদীর প্রবেশ]

নদী

কথা বলবে ? তাতে আর আপত্তি কি ? আমার সঙ্গে কথা বল না।

খোকা

তুমি আবার কে ? এ কি। হঠাৎ এত জল আমার ঘরে ঢুকল কি ক'রে ?

নদী

ভয় নেই, আমি তোমায় ভাসিয়ে নিয়ে যাব না !

[ছড়া]

পরীর দেশের আমি নদীর জল।
সারাক্ষণ বইছি যে ছলছল।
দেখলে তুমি আমার স্রোতের ধারা
ছোট্ট খোকা, হবে পাগল পারা।

খোকা

সেকথা সত্যি। তোমার স্রোত দেখলে ভয় করে বৈ কি। কি মনে ক'রে তুমি আমার ঘরে ঢুকে পড়লে ?

নদী

আমি শুধু তোমাকে এই কথা বলতে এলাম যে, আমার স্রোতের ধারা

যেমন প্রবল—তেমনি খোকা, তোমার কর্ম-স্রোত সদাই প্রবহমান থাক। তোমার কাজে যেন কখনও ভাঁটা পড়ে না। চিরকাল তুমি অক্লান্তভাবে কাজ ক'রে যাও। কোনো রকম প্রতিদানের আশা রেখ না মনে। তবেই তুমি কর্মবীর হতে পারবে।

খোকা

তাই তো! নদীর জল মুহূর্তে যেন কোথায় মিলিয়ে গেল। কিন্তু নূপুরের শব্দ শোনা যাচ্ছে যে।

[পরীর প্রবেশ]

পরী

আমি যে এলাম খোকা তোমার ঘরে, তাই তুমি নূপুরের শব্দ শুনতে পাচ্ছ।

খোকা

চিনেছি—চিনেছি তোমায়। তুমি পরী।

পরী

[ছড়া]

আমি যে গো ফুলপরী আকাশে উড়ি—
মোর সাথে ছেড়ে দাও মনের ঘুড়ি।
হাল্কা মেঘের মতো ভাসাই ভেলা—
ফুল বনে আমাদের মজার খেলা॥

খোকা

তোমাদের ভারী মজা তো। আমায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে?

পরী

তোমাকে নয়, তোমার মনকে উড়িয়ে নেব। আর সেই কথা বলতেই তো আমি এলাম।

খোকা

কি সে কথা ফুলপরী?

পরী

কথাটা হচ্ছে এই যে, তোমার মনটাকে সব সময় পৃথিবীর গ্লানি, কালিমা আর মালিন্য থেকে ওপরে রাখবে। আমি যেমন ফুরফুর ক'রে হাল্‌কা হাওয়ায় ভেসে বেড়াই তেমনি তোমার মনটাকে সব কিছুর উর্দ্ধে রাখবে। তা হ'লেই জীবনে প্রকৃত শান্তি মিলবে। তোমার জন্মদিনে এই কথাটা বলবার জন্যই তো আমার আসা।

খোকা

ও পরী,—শোনো—শোনো—ফুলপরী—

[ছোটকাকার প্রবেশ]

ছোটকাকা

ওরে খোকা, পরী পরী ক'রে এমন চীৎকার করছিস কেন? হুঁ! বুঝতে পেরেছি। কালকে যে পরী দেশের বইটা এনে দিয়েছিলাম—সেইটা পড়ে স্বপ্ন দেখছিলি বুঝি? হা—হা—হা!

যবনিকা



[ঢং ঢং করে ইস্কুলের ছুটি হ'ল—ছেলে মেয়েদের কোলাহল শোনা গেল।
ছুটি—ছুটি—ছুটি]

খুকু

এই খোকা, এদিকে আয়—আমি এইখানে। আজ আমাদের প্রমোশন হল—আমি নতুন ক্লাশে উঠেছি।

খোকা

আমিও দিদি, আমিও। এই মাত্র হেডমাষ্টার মশাই আমাদের ক্লাশের নাম ডাকলেন। আমিও ওপরের ক্লাশে উঠেছি।

খুকু

চল ভাই, পা চালিয়ে চল্—মার কাছে যাই। মা শুন্‌লে ভারী খুশী হবে। আমাদের মিষ্টি খেতে দেবে।

খোকা

দিদি, আমাকে কিন্তু সব নতুন বই কিনে দিতে হবে। মাষ্টার মশাই আমাদের নতুন বইয়ের লিষ্ট দিয়ে দিয়েছেন।

খুকু

নতুন বই পড়তে ভারী মজা···নারে, খোকা? কত সুন্দর সুন্দর ছবি··· ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে, রঙীন মলাট! মাকে বল্‌ব নতুন বইয়ের মধ্যে নাম লিখে দেবে।

খোকা

নতুন বইয়ের পাতায় ভারী সুন্দর—নতুন-নতুন আর মিষ্টি-মিষ্টি ভাল একটা গন্ধ। শুঁকতেই ইচ্ছে করে।

খুকু

আর শোন্ খোকা, মলাট দিয়ে নিতে হবে কিন্তু নতুন বইয়ের। নইলে হাতে হাতে ময়লা হয়ে যাবে, হঠাৎ কালি পড়ে যাবে নতুম বইয়ের ওপর।

খোকা

ঠিক্ বলেছ, দিদি। কিন্তু এত কাগজ পাব কোথায়, দিদি? মলাট দিতে তো অনেক কাগজ লাগ্‌বে। একটু মোটা কাগজ হলে বেশ ভালো হয়— সহজে ছিঁড়বে না।

খুকু

সে জন্যে আর ভাবনা কিরে, খোকা? আমাদের ঘরে অনেক ক্যালেণ্ডার আছে—তারই পাতা ছিঁড়ে নেবো'খন, দিব্যি মলাট হবে।

খোকা

সেই ভালো দিদি, সেই ভালো। এই যে আমাদের বাড়ী এসে গেলে। মা, ওমা শুন্‌ছ—শীগ্‌গির—ওমা এসো—

মা

কি রে খোকা, এত চেঁচাচ্ছিস কেন? বাড়ীতে কি ডাকাত পড়ল নাকি?

খোকা

মার যেমন কথা! আমরা প্রমোশন পেয়েছি—ওপরের ক্লাশে উঠেছি যে! এতেও যদি পাড়া মাৎ না করি, চেঁচিয়ে তোমাকে না ডাকি—তবে আর কবে চ্যাচামেচি কর্‌বো? বড় হলে ত' ভারিক্কি হয়ে যাবো, চশমা চোখে দিয়ে মোটা মোটা বই পড়বো—

মা

ছেলের আমার কথা শোনো! হ্যাঁরে খুকু, তোরা দু'জনেই ওপরের ক্লাশে উঠেছিস্ তো?

খুকু

হ্যাঁ মা, আমাদের দু'জনকেই নতুন বই কিনে দিতে হবে।

মা

আচ্ছা, সে সব কথা পরে হবে। আগে তোরা হাতমুখ ধুয়ে আয়; ভাই-বোনে বসে জলখাবার খেয়ে নে।

খোকা

কিন্তু মা, আগে কথা দাও, আমাদের নতুন ঝক্‌ঝকে বই কিনে দেবে? রঙীন মলাট, মজাদার ছবি আর সুন্দর ছাপা।

মা

আয় খোকা, আমার কাছে আয়; তোকে বুঝিয়ে বলি শোন্—

খোকা

কি বল্‌বে বলো—

মা

তুই তো জানিস্ খোকা, আমরা কত গরীব। অনেক কষ্ট করে তবে আমাদের দিন চলে। দু'জনের নতুন বই তো কিনে দিতে পার্‌ব না।

খোকা

তবে?

মা

খুকু তোর ওপরের ক্লাশে পড়ে—ওকে নতুন বই কিনে দিতেই হবে। তুই তো দিব্যি খুকুর বই পড়তে পারবি। তাহলে আমার অনেকগুলো টাকা বেঁচে যাবে। দু'জনকে নতুন বই কিনে দিতে যে বহু টাকা লাগবে।

খোকা

ওঃ! বুঝতে পেরেছি! তুমি দিদিকেই বেশী ভালোবাসো, আর আমাকে দু'চোখে দেখ্‌তে পারো না! প্রতি বছর আমি দিদির ওই ছেঁড়া-খোঁড়া বইগুলি পড়্‌বো, আর দিদি পাবে নতুন বই—

মা

ওরে খোকা, শোন্ শোন্—অবুঝ হোস নে, শোন্—

খোকা

না, না, আমি আর কোন কথা শুন্‌বো না। আমি খাবো না, দাবো না, কিচ্ছুটি করবো না। যে দিকে দু'চোখ যায় চলে যাব— [চলে গেল]

খুকু

ও মা, খোকা যে চলে গেল—আমি ওকে ডেকে নিয়ে আসি—খোকা—খোকা—খোকা—, শোন্—

মা

এই খুকু, তুই আর পেছন পেছন ছুটিস্ নি। কোথায় আর যাবে খোকা? ক্ষিদে পেলে এক্ষুণি ফিরে আসবে। আয়, হাত পা ধুয়ে নে। ও এক পাগল ছেলে।

[খোকা আপন মনে ছুটে চলেছে। দ্রুত তালের বাদ্য…খোকা আপন মনে বকে চলেছে]

খোকা

না—না—আমি বুঝতে পেরেছি, কেউ আমাকে ভালোবাসে না। সব ওই দিদি! দুধের সর্ খাবে দিদি, ভালো শাড়ী পর্‌বে দিদি, পাউডার স্নো

মাখবে দিদি, জন্মদিনে বন্ধুদের নেমন্তন্ন করবে দিদি, আমরা ইস্কুলে প্রমোশন পেলাম দু'জনে······কিন্তু নতুন বই কিনবে দিদি। সত্যি আমি চলে যাবো যে দিকে দু'চোখ যায়······আর বাড়ীতে ফিরে আস্‌বো না। দেখি তখন মা আমার জন্যে কাঁদে কি না—

[দ্রুত ঐক্যতানের সঙ্গে খোকার পদধ্বনি দূরে মিলিয়ে গেল]

খোকা

একি! চল্‌তে চল্‌তে কোথায় এসে পড়লাম আমি? এ যে একেবারে জঙ্গল! চারিদিকে বড় বড় গাছ। চলার পথ যে কোথায় হারিয়ে গেল কিছুই বুঝতে পারছি নে!

[হঠাৎ বাঘের ডাক শোনা গেল—হালুম—হালুম]

বাঘ

হা-হা-হা! এখন আর কিছুই বুঝতে পারবে না। এটা আমার এলাকা। এই বনের রাজা আমি, আমার নাম হচ্ছে হালুম বাঘ।

খোকা

কি সর্ব্বনাশ! একেবারে বাঘের মুখে এসে পড়েছি! তাই ত! এখন কে আমায় বাঁচাবে?

বাঘ :—হা—হা—হা

[ছড়া]

হালুম করে পড়বো ঘাড়ে
চিবিয়ে খাবো মাথা—
বিরাট বনের রাজা আমি
ভাববে নাকো যা-তা!

খোকা

অ্যাঁ! একেবারে মাথা চিবিয়ে খেতে চায় যে! বাঘটা তো সুবিধের মানুষ নয়!

বাঘ

হা-হা-হা! আমি মানুষ! দেখ মানুষের বাচ্চা, মানুষেরা চিরকাল আমাদের অনিষ্ট করে। দেখতে পেলেই আমাদের মারে। আজ যখন তোমাকে আমার রাজ্যে পেয়েছি তখন কিছুতেই ছেড়ে দেব না।

খোকা

কিন্তু—কিন্তু ব্যাঘ্রমশাই, আমি ত' তোমার কোন ক্ষতি করি নি! ভুল করে তোমার রাজ্যে এসে পড়েছি, আমি এক্ষুনি তোমাকে নমস্কার করে তোমার রাজ্য ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

বাঘ

হা-হা-হা! আসাটা যত সোজা—যাওয়াটা তত নয়। শোনো মানুষের বাচ্চা, তুমি আমার অনিষ্ট করো নি বটে, তবে মানুষ ত' করেছে! একটা শিকারী মানুষ আমার বাবাকে গুলি করে মেরেছে। আজ যখন তোমায় আমার রাজ্যে পেয়েছি তখন সহজে ছেড়ে দিচ্ছি নে। তা ছাড়া অনেকদিন কচি মাংস খেতে পাই নি। মনের সুখে আজ ভোজ লাগাবো—বাঃ! দিব্যি নধর মাংস ত—

খোকা

উ—হুঁ—হুঁ। কাম্‌ড়ে দিয়েছে রে—কাম্‌ড়ে দিয়েছে। ও ব্যাঘ্রমশাই, দোহাই তোমার, সত্যি বল্‌ছি, আমি কোনো কালে কোনো জীবজন্তুর কোনো ক্ষতি করি নি। আমায় তুমি ছেড়ে দাও। আর ভুলেও কখনো তোমার জঙ্গলে আসবো না।

বাঘ

আচ্ছা। খোকা, তোমার কথা শুনে আমি খুশী হয়েছি। এক সর্ত্তে তোমায় ছেড়ে দিতে পারি।

খোকা

কি সর্ত্ত বলো না ব্যাঘ্রমশাই—

বাঘ

সর্ত্ত হচ্ছে এই, যদি আমার বনের কোন জীব-জন্তু, পশু-পাখী কীট-পতঙ্গ তোমায় দেখে বলে যে, তুমি মানুষের বাচ্চা—কোনো দিন তার উপকার করেছ, তবেই আমার হাত থেকে রক্ষা পাবে। নইলে তোমার মুণ্ডু আমি চিবিয়ে খাবোই।

খোকা

[আপন মনে] কি বিপদ! এতেই রাজী হয়ে যাই। তবু খানিকটা সময় পাবো তো! নইলে যে বাঘটা এক্ষুণি আমাকে রসগোল্লার মত গিলে খাবে!

বাঘ

কি আপন মনে বিড় বিড় করছ খোকা?

খোকা

আচ্ছা ব্যাঘ্রমশাই, তোমার প্রস্তাবেই আমি রাজী হয়ে গেলাম। তা তা—তোমার জন্তু-জানোয়ারদের কাছে আমায় নিয়ে যাবে তো?

বাঘ

নিশ্চয়, নিশ্চয়; সবাইকার সাক্ষ্য নিয়ে তবে তোমায় খাবো। মানুষদের মত আমরা আবার কথার খেলাপ করি নে। আমাদের যে কথা সেই কাজ। মুখে এক রকম মনে আর এক ভাব—সেটা ভাই আমার কাছে হবে না, মানুষের বাচ্চা—

খোকা

আচ্ছা ব্যাঘ্রমশাই, আমায় প্রথম কার কাছে নিয়ে যাবে চলো—

বাঘ

ওই যে আমার বনের একটি গাই এই দিকেই আস্‌ছে। আগে ওকেই জিজ্ঞেস করা যাক্। গরুকে ত' তোমরা নিজেদের বাড়ীতে পালন করো। দেখা যাক ও কি সাক্ষী দেয়। ওহে গাই, শোনো শোনো—

গরু

[হাম্বা হাম্বা ডাক]

[ছড়া]

নমস্কার ব্যাঘ্রমশাই
আদেশ করো তবে,
তোমার কথার জবাব দিয়ে
ঘাস খেতে মোর হবে।

বাঘ

শোনো ভাই গাই, এই মানুষের বাচ্চাটাকে ধরেছি। এ তোমার কোনো উপকার করেছে? ওকে ছেড়ে দেব, না খাবো?

গরু

মনের কথা যদি বল্‌তে বলো ব্যাঘ্রমশাই, তবে বলি শোনো, মানুষেরা আমাদের এত খাটিয়ে নেয়, আমাদের বাছুরকে দুধ খেতে না দিয়ে নিজেরা খায়, গোবর দিয়ে ঘুঁটে তৈরী করে বিক্রী করে, আমাদের দিয়ে লাঙল টানায় ...তবু পেট পুরে খেতে দেয় না। আবার মরে গেলে চামড়া দিয়ে জুতো তৈরী করে, শিং দিয়ে কত কি জিনিষ বানায়। এমন অকৃতজ্ঞ জাত দুনিয়ায় আর দুটী নেই। যখন ওকে হাতের মুঠোয় পেয়েছ,—তখন তুমি ওকে খেয়েই ফেল, ব্যাঘ্রমশাই—আমি চলি—

[হাম্বা হাম্বা ডাকতে ডাকতে চলে গেল]

বাঘ

গাইয়ের কথা শুন্‌লে ত' মানুষের বাচ্চা খোকা?

খোকা

[কাঁদ কাঁদ হয়ে] হ্যাঁ, তা ত শুন্‌লাম, ব্যাঘ্রমশাই।

বাঘ

আচ্ছা চলো, এইবার আর একটা জানোয়ারের কাছে তোমায় ধরে নিয়ে যাই—

খোকা

আচ্ছা, তাই চলো।

বাঘ

ঐ যে একটা ছাগল যাচ্ছে। এইবার ওকেই ডেকে না হয় জিজ্ঞেস করা যাক্! ওহে, ছাগল—শোনো শোনো—

ছাগল

[ব্যা-ব্যা ডাক শোনা গেল] কি বলছেন ব্যাঘ্রমশাই, আমায় আপনি ডাকছেন?

বাঘ

হ্যাঁ হে! এসো না ছাগল! এই দেখ একটি মানুষের বাচ্চাকে ধরেছি। ওকে নিয়ে কি করি বল ত! ও তোমার কোনো উপকার করেছে?

ছাগল

আমার উপকার করবে ওই মানুষের বাচ্চাটা? প্রথমে ধরো, আমাদের বেঁধে রেখে দুধ খায়। মজা দেখ, যার দুধ খায়, তার ছেলেদেরই কাটে! এমন অকৃতজ্ঞ জাত কি আর দুনিয়ায় দুটি আছে?

বাঘ

তাহলে মানুষের বাচ্চাটাকে নিয়ে কি করি বল ত, ছাগল ভাই?

ছাগল

[ব্যা ব্যা ডাক]

[ছড়া]

যত খুশী পাঁটা খায়
মানুষের বাচ্চা—
ওরা অতি নীচ জেনো,
নয় ওরা সাচ্চা—

কামড়ে ধরো না ভাই—
ওর কচি ঘাড়টা।
মানুষের বাচ্চার—
হয়েছে কি বাড়টা!

বাঘ

ঠিক! ঠিক! ঠিক! তুমি ঠিক কথাই বলেছ ছাগল ভায়া! কি খোকা, ছাগলের কথা শুন্‌লে তো?

খোকা

তা শুনলাম বৈকি, ব্যাঘ্রমশাই!

বাঘ

তবে?

খোকা

মানে, এই বনের সমস্ত জন্তু-জানোয়ারের সাক্ষ্য ত' এখনো নেয়া হয় নি!

বাঘ

তা নেয়া হয় নি বটে। আচ্ছা, চলো আমার সঙ্গে—

খোকা

ওই যে একটা গাধা আস্‌ছে—

বাঘ

ঠিক! ঠিক! এইবার গাধাটাকেই জিজ্ঞেস করা যাক। ওহে গাধা, শোনো শোনো—

[গাধার ডাক শোনা গেল]

গাধা

ব্যাঘ্রমশাই, তুমি আমায় ডাক্‌ছ? ব্যাপার কি বলো ত'? এই মানুষের বাচ্চাটা কোথা থেকে এলো?

1700

বাঘ

আরে, সেই কথাই ত' বল্‌বো গাধা ভাই—শোনো, এই মানুষের বাচ্চাটাকে ছেড়ে দেবো না, খেয়ে ফেলবো ?

গাধা

হা-হা-হা-[গাধার হাসি] এই কথা আবার জিজ্ঞেস করতে হয় ব্যাঘ্রমশাই ? মানুষেরা অতি দুষ্টু লোক। এই আমার কথাই ধরো না কেন ? আমাকে কি রকম খাটিয়ে নেয় ওরা! প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাপড়ের বস্তা আমার পিঠে চাপিয়ে দেয়। বইতে যদি না পারি ত' ধরে ধরে আবার মারে। এতেও কি রক্ষে আছে ?

বাঘ

আবার কি ?

গাধা

ওদের দেশে যে সব গোমূখ্যু ছেলে পড়া বল্‌তে পারে না তাদের ওরা গাধা বলে ডাকে, আচ্ছা, তুমিই বলো ত' ব্যাঘ্রমশাই, এতে আমার মানহানি হয় না ?

বাঘ

নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই! তাহলে এই মানুষের বাচ্চাটাকে নিয়ে কি করি বলো ত' গাধা ভায়া ?

গাধা

[আনন্দের ডাক]

[ছড়া]

কেবল আমার ঘাড়ে
তোলে মোট বস্তা
জানোয়ারে জ্বালাতন
পিঠ নয় সস্তা।

মুণ্ডুটা ছিঁড়ে নাও—
হাত নাও কামড়ে—
যত করে কান্না
যত বলে থাম্ রে !

[ভীষণ ভাবে ডাক্তে ডাক্তে গাধাটা চলে গেল]

বাঘ

হা-হা-হা ! এখানো তাহলে তোমার প্রাণের আশা আছে, মানুষের বাচ্চা ?

খোকা

বাঃ ! তুমি নিজে মুখেই না বল্লে যে, একটি প্রাণী বা কীট-পতঙ্গ যদি বলে সে আমার কাছ থেকে উপকার পেয়েছে, তবে তুমি আমায় ছেড়ে দেবে ?

বাঘ

নিশ্চয় ! নিশ্চয় ! বনের বাঘ কখনো কথার খেলাপ করে না। আমার যে কথা সেই কাজ। ওই যে, এবার আমরা ঘোড়ার দেখা পেয়েছি। দেখি সে আবার কি বলে। ওহে ঘোড়া, শোন শোন—

ঘোড়া

[ঘোড়ার চিঁ-হি-হি ডাক শোনা গেল]

[ছড়া]

ডাকছো কেন ব্যাঘ্রমশাই
শীঘ্র করে বলো—
জোর কদমে চলছি যে ভাই
কি প্রয়োজন হোল ?
ওই মানুষের বাচ্চা কেন
তোমার পাশে থাকে ?
হালুম করে পড়বে ঘাড়ে
দেখি কে তায় রাখে।

বাঘ

আরে সেই কথা বলতেই ত' তোমায় ডেকেছি ঘোড়া ভায়া—এসো এসো পরামর্শ আছে।

ঘোড়া

কি পরামর্শ বলো ত', ব্যাঘ্রমশাই? আমার আবার কুটুমবাড়ী নেমন্তন্ন আছে। সেখানে নাকি কচি কচি ঘাস গজিয়েছে।

বাঘ

শোনো শোনো, এই মানুষের বাচ্ছাটা কখনো তোমার উপকার করেছে? খাঁটি কথা বলে দাও। তারপর আমি দেখে নিচ্ছি। তুমি যে কথা বলে ঠিক তাই করবো—একেবারে হালুম করে ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বো—

ঘোড়া

[চিঁ-হি-হি ডাক] আরে তুমি কি পাগল হলে ব্যাঘ্রমশাই? মানুষেরা করবে আমার উপকার? যে ভাবে খুশী খাটিয়ে নেয়; গাড়ীর সঙ্গে জুতে দেয়, পিঠে চড়ে দূর দূর দেশে যায়, আবার নিজেদের মধ্যে লড়াই বাঁধলে আমাদের যুদ্ধের কামান অস্ত্রশস্ত্র রসদ বইয়ে নিয়ে যায়। এ রকম দুষ্টু জাত দুনিয়ায় আর দু'টি আছে কিনা তুমি বলতে পারো?

বাঘ

অতি সাচ্চা কথা বলেছ তুমি ঘোড়া ভায়া—তোমার কথাই ঠিক।

ঘোড়া

তাহলে আমি চলি ব্যাঘ্রমশাই—

[ঘোড়ার খুরের শব্দ ও চিঁ হি হি ডাক দূরে মিলিয়ে গেল]

বাঘ

এইবার তাহলে খোকাবাবু? সত্যি জীবন তোমার ঘনিয়ে এসেছে।

খোকা

তাই ত' ব্যাঘ্রমশাই, আজ যে কার মুখ দেখে উঠেছিলাম সেই কথাই শুধু ভাবছি—

বাঘ

ভেবো এর পরে, এখন মরার জন্য প্রস্তুত হও !

খোকা

কিন্তু ব্যাঘ্রমশাই, তোমার বনের সব জানোয়ার তো এখনো শেষ হয়ে যায় নি। আরো সাক্ষ্য তোমায় নিতে হবে।

বাঘ

আচ্ছা তাই হোক। তোমার মনে কোনো ক্ষোভ আমি রাখবো না। মরবার সময়ও তুমি বলতে পারবে বাঘের যে কথা সেই কাজ।

খোকা

ওই যে একটা কুকুর এইদিকে আস্‌ছে না ?

বাঘ

ঠিকই তো ! কুকুরই তো ! ওহে কুকুরভায়া, শোনো-শোনো—

[কুকুরের ভোক্ ভোক্ ডাক শোনা গেল]

কুকুর

আমায় ডাকছো ব্যাঘ্রমশাই ? কি দরকার বলো না ? বনের পাহারার ভার আজ রাত্তিরে আমার ওপর পড়েছে।

বাঘ

আরে এসো কুকুর ভায়া, তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ পরামর্শ আছে। আচ্ছা, বলো তো, এই যে দেখছো মানুষের বাচ্চা—এ তোমার কোনো উপকার করেছে ? যদি না করে থাকে তাও সাফ বলে দাও—আমি লাফিয়ে পড়ে ওর ঘাড়ের রক্ত চুষে খাই—

খোকা

ওরে বাবা ! ঘাড়ের রক্ত চুষে খাবে ? শুন্‌তেই যে কেমন গা শির্ শির্ করে উঠছে।

কুকুর

[কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাক]

[ছড়া]

ঘেউ ঘেউ ঘেউ ঘেউ!
মানুষের এই ছেলের কথা—
শুনো না ভাই কেউ!
আপন বুঝ আপনি বোঝে—
তোলে কথার ঢেউ!
ঘেউ ঘেউ ঘেউ ঘেউ!

কুকুর

শুন্‌বে তবে ওর দুষ্টুমীর কথা? আমি ত' মানুষের বাড়ী রাত জেগে কত পাহারা দিয়েছি। কত ছেলের বই বয়ে নিয়ে গিয়েছি ইস্কুলে—কিন্তু প্রতিদানে কি পেয়েছি জানো? ওরা ধরে ধরে শুধু আমায় মেরেছে—আর এঁটো কাঁটা খেতে দিয়েছে। কত রাত যে আমার না খেয়ে কেটেছে সে কথা তোমায় কি বলব ব্যাঘ্রমশাই? একবার যখন একটি মানুষের বাচ্চাকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েছো, তখন আর তাকে কিছুতেই ছেড়ে দিও না। ওরা লোক খারাপ হলে কি হবে? ওদের রক্ত ভারী সুস্বাদু……তুমি একবার চেখেই দেখ না—

[বাঘ আনন্দে ডেকে উঠল হালুম হালুম]

বাঘ

ঠিক্, ঠিক্। আমার ক্ষিদেটাও বেশ জমে উঠেছে। আজ সারাদিন কিছু শীকার জোটেনি। খোকা এইবার তুমি প্রস্তুত হও।

খোকা

(ভয়ে ভয়ে) অ্যাঁ! প্রস্তুত হবো? তুমি বলছো কি ব্যাঘ্রমশাই? সত্যি কি তুমি আমায় মেরে ফেলবে?

বাঘ

হা-হা-হা! মিথ্যে মিথ্যি মেরে আমার কি লাভ বলো? টাট্‌কা তাজা রক্ত অনেকদিন খেতে পাইনি। মানুষদের ভয়ে আর কি বনের বাইরে যাবার

যো আছে ? আমাকে দেখলেই শয়তান মানুষগুলো বন্দুক ছোঁড়ে! অথচ মজা দেখ, বাঘের মাংস ত' মানুষে খায় না—তবু মিছিমিছি হিংসে করবে।

খোকা

(ব্যগ্রকণ্ঠে) ব্যাঘ্রমশাই, ব্যাঘ্রমশাই, ওই যে একটা বেড়াল আসছে। না হয় ওকে ডেকেই জিজ্ঞাসা করো—

বাঘ

ওগো বাঘের মাসি, বাঘের সঙ্গে একটা পরামর্শ করে যাও—

[মিউ মিউ ডাক শোনা গেল, সঙ্গে সঙ্গে বেড়ালের প্রবেশ]

বেড়াল

কে ? বোনপো নাকি ? তা এদ্দিন বাদে বুঝি মাসিকে মনে পড়লো ?

বাঘ

তা বিপদে পড়লেই তো মাসিকে মনে পড়ে। এসো মাসি, এসো—। এই মানুষের বাচ্চাটাকে নিয়ে মহা বিপদে পড়েছি। না পারছি ওকে গিলতে, না পারছি ওকে ফেলতে। আচ্ছা বলতে পারো মাসি, এই খোকা কোনোদিন তোমার উপকার করেছে কি না ?

বিড়াল

[বেড়ালের মিউ-মিউ ডাক]

[ছড়া]

একটু যদি দুধ খেয়েছি
বাটিতে মুখ দিয়ে,
খোকা আমায় করতো তাড়া
মস্ত লাঠি নিয়ে।
এমন মহা দুষ্টু জেনো
তিন ভুবনে নাই,
কি উপকার করবে সে গো
ভাবছি আমি তাই॥

বাঘ

তাহলে তুমি কি পরামর্শ দাও মাসি ?

বিড়াল

না-না-না। ওই মানুষের বাচ্চাটার ছেঁদো কথায় তুমি ভুলো না। ওরা মুখে দেখায় যেন কত ভালবাসে, আর পেছনে লাঠি বাগিয়ে ধরে! খবর্দার, খবর্দার, একটু মন গলেছে কি তোমায় ভেড়া বানিয়ে চলে যাবে—

বাঘ

কি ? আমায় ভেড়া বানাবে ? না, আমি ওর মাংস দিয়ে চপ করে খাবো—রোসো আগে—

বিড়াল

ঠিক বুদ্ধি ধরেছো, বোনপো—! আচ্ছা তাহলে আমি চলি···

বাঘ

মাঝে মাঝে পায়ের ধূলো দিয়ো মাসি—

[বিড়ালের ডাক দূরে মিলিয়ে গেল]

খোকা

ব্যাঘ্রমশাই, ব্যাঘ্রমশাই, ওই দেখ, গাছের ডালে এসে বস্‌ল একটি ময়না পাখী—

বাঘ

ময়না পাখী ? তা ময়নাকে দিয়ে আমার কি হবে শুনি ? এদিকে যে আমার পেটের ক্ষিদে সয় না !

খোকা

না-না, তোমাকে আমি বলছিলাম কি, ময়নাও তো তোমার বনের পশু-পাখীর মধ্যে একজন—মানে তোমার প্রজা ! তা ওকে একবার জিজ্ঞেস করো না। আমি ত ওকে খাঁচায় পুরে পুষেছিলাম ! কত আদর-যত্ন করতাম···কত খাওয়াতাম, ময়না বোধ হয় সে উপকারের কথা ভুলে যায় নি !

বাঘ

বেশ! ডাকৃছি আমি ময়নাকে। ও ময়না পাখী, মানুষের এই বাচ্চাটা তোমায় ডাক্‌ছে—একবারটি এদিকে শুনে যাওনা ময়না পাখী—লক্ষ্মীটি!

[ময়না পাখীর শিষ শোনা গেল]

ময়না

ব্যাঘ্রমশাই, ব্যাঘ্রমশাই, আমি সামান্য পাখী, আমায় তুমি ডাকৃছ? কি বলছে ওই মানুষের বাচ্চা?

বাঘ

বল খোকা, তুমি নিজেই শুধোও ওকে—

খোকা

আচ্ছা ভাই ময়না, আমি কি তোমার কোনো উপকার করি নি? আদর করে খাঁচায় দোলা দিই নি? ছোলা খেতে দিই নি?

ময়না

[শিষ দিলে]

[ছড়া]

নীল আকাশের ময়না আমি,
রাখলে ধরে খাঁচায়,
বদ্ধ ঘরে থাকার মাঝে
আছে কি সুখ বাঁচায়?
"পড়ো ময়না" বলে শেখাও
ওজন করা কথা—
তোমরা মানুষ বুঝবে কি গো
বনের পাখীর ব্যথা!

বাঘ

হালুম! তবে না খোকা উপকার করেছ অনেক! ওর নিজের মুখেই শুনলে ত' সব! জোর ক'রে খাঁচায় আটকে রেখেছিলে পাখীটাকে! তার

ওপর শেখানো বুলি শিখিয়েছ ওকে! বনের পাখী কখনো তাতে আরাম পায়?

খোকা

তাহলে আমি কি করবো বলো? তুমি কি বলতে চাও জীবনে আমি কারো উপকার করি নি?

বাঘ

হা-হা-হা। করবে না কেন? মানুষের বাচ্চাদের উপকার করেছো! তাদের বাড়ীতে ডেকে এনে সন্দেশ-রসগোল্লা খাইয়েছো! বনের জন্তু-জানোয়ার-পাখীর তাতে কি উপকার বলতে পারো আমায়?

খোকা

দোহাই তোমার ব্যাঘ্রমশাই, না হয় আরো কয়েকটা জন্তু-জানোয়ারের কাছে যাওয়া যাক্—

বাঘ

আবার কার কাছে যেতে চাও তুমি বলো, আমি তোমাকে তার কাছেই নিয়ে যাব—

খোকা

আচ্ছা, ইঁদুর-ভায়া বনের কোন্ গর্ত্তে থাকে শুনি?

বাঘ

ইঁদুর? তাইতো! তোমার ডান হাতি যে গর্ত্ত সেখানেই ইঁদুর থাকে। ডাকো নাম ধরে—

খোকা

ইঁদুর ভায়া, ইঁদুর ভায়া, ঘরে আছো?

[ইঁদুরের চিক্ চিক্ শব্দ শোনা গেল]

ইঁদুর

কে? কে আমার নাম ধরে ডাকছে?

খোকা

একটু বাইরে এসো না ইঁদুর ভায়া!

ইঁদুর

ও মানুষের বাচ্চা, তুমি !

বাঘ

আচ্ছা, ইঁদুর, এই মানুষের বাচ্চা কখনো তোমার কোন উপকার করেছে ?

ইঁদুর

হি-হি-হি ! আমার উপকার করেছে ওই মানুষের বাচ্চা ? এটা সত্যি হাসির কথাই হোলো। বরং উপকার করেছি আমি।

বাঘ

তুমি ওর কি উপকার করেছ শুনি ?

ইঁদুর

(কিচ্ কিচ্ শব্দ)

[ছড়া]

দাঁত পড়ে গেলে খোকা
কাঁদে ভেউ ভেউ,
তখন নতুন দাঁত দিয়েছে কি কেউ ?
মোর কাছে দাঁড়ালো সে
জোর করে হাত—
অমনি সে পেয়ে গেল
ঝকঝকে দাঁত !

কি খোকা, ইঁদুরের গর্তের কথা মনে পড়ে ? বলো, আমি সত্যি বলছি কি মিথ্যে বলছি—

খোকা

(ভয়ে ভয়ে) না-না ! তুমি মিথ্যে কথা বলবে কেন···তবে কি জানো আমি তো তোমার বন্ধু—

ইঁদুর

কি বল্লে ? কি বল্লে ? আমি তোমার বন্ধু ? ইঁদুর ধরার একটা কাঠের বাক্স তৈরী করে তার ভেতর খাবার দিয়ে রেখেছিলে—মনে নেই ? ভাগ্যিস্ আমার মা বারণ করে দিয়েছিল ! নইলে আমি মারা পড়েছিলাম আর কি !

বাঘ

তাহলে ত' তুমি খুব উপকারী বন্ধু, কি বলো খোকা ? নাঃ, আর তোমার রক্ষে নেই ! এইবার শেষবার—ভাল করে ভেবে বলো, আর কোনো জানোয়ারের কাছে যাবে—না মৃত্যুর জন্যে তৈরী হবে ?

খোকা

(হঠাৎ চীৎকার করে উঠল) উঁ-হুঁ-হু !

বাঘ

কি হোলো ?—কি হোলো ? আমি তো তোমার গায়ে হাত দিই নি !

খোকা

একটা পিঁপড়ে আমার পায়ের আঙুল কামড়ে ধরেছে।

বাঘ

হা-হা-হা ! পিঁপড়ের কামড়েই এত নাকী কান্না ! এইবার বাঘের কামড়ের জন্যে তৈরী হও !

পিঁপড়ে

ব্যাঘ্রমশাই, ব্যাঘ্রমশাই, দয়া ক'রে আমার একটা কথা শুনুন—

বাঘ

কে ? কে কথা বল্‌ছ ?

পিঁপড়ে

আজ্ঞে, আমি আপনার প্রজা, পিঁপড়ে !

বাঘ

ও পিঁপড়ে ! তা তুমি কি বলতে চাও বলো—

পিঁপড়ে

যদি অভয় দেন ত' বলি—

বাঘ

আমি এ বনের রাজা বাঘ। তোমায় অভয় দিচ্ছি। তুমি স্বচ্ছন্দে বলো—

পিঁপড়ে

আজ্ঞে, আপনি এইমাত্র খোকাটিকে খেতে চাইলেন না ?

বাঘ

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই খাবো, আলবৎ খাবো, আর খিদেটা যা পেয়েছে! মনে হচ্ছে যা পাই তাই খাই। এমন কি গোটা বনটাকেই খেয়ে ফেলি।

পিঁপড়ে

আজ্ঞে, আমার একটা আর্জ্জি আছে আপনার কাছে!

বাঘ

চট্‌পট্ বলে ফেল পিঁপড়ে। আমি আর সবুর করতে পারছি নে। দেখছ না—আমার জিভ দিয়ে কেমন লালা গড়াচ্ছে। কি তোমার আর্জ্জি, শুনি ?

পিঁপড়ে

আজ্ঞে, এই মানুষের বাচ্চাটা একবার আমার একটা উপকার করেছিল।

বাঘ

কি উপকার করেছিল, শুনি ?

পিঁপড়ে

আজ্ঞে, আমি চিনির লোভে খোকার দুধের বাটির মধ্যে চলে গিয়েছিলাম। কিন্তু বাটি ভর্ত্তি দুধ ছিল। তাতে গেলাম ভেসে। যত কিনারে চলে আসতে চাই—তত দুধের মধ্যে জড়িয়ে পড়ি! শেষকালে ডুবেই মরতাম……আমার প্রাণ যায়-যায় অবস্থা! এমন সময় খোকা আঙুল দিয়ে আমায় তুলে ফেলে চক্‌চক্ করে দুধ খেয়ে ফেল্ল!

খোকা

তাহলে আমি তোমার প্রাণরক্ষা করেছি বলো !

পিঁপড়ে

নিশ্চয় ! নিশ্চয় ! সেদিন যদি তুমি আমায় আঙুল দিয়ে না তুলতে তবে ওই দুধের বাটিতেই আমি ডুবে মরতাম ! সত্যি কথা বলতে কি, তুমি আমার প্রাণদাতা !

খোকা

(আনন্দে হাততালি দিয়ে) ব্যাঘ্রমশাই, শুনছো ?

বাঘ

কি আবার শুনবো ?

খোকা

আমি তোমার বনের পশু-পাখী কীট-পতঙ্গের মধ্যে অন্ততঃ একটি প্রাণীর উপকার করেছি, তার প্রাণরক্ষা করেছি।

বাঘ

অ্যাঁ ! তাই'ত ! তাই'ত !

খোকা

তাহলে ব্যাঘ্রমশাই, তুমি এইবার তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করো—

বাঘ

তাই'ত ! তাই'ত ! প্রতিজ্ঞা ত' তাহলে আমার রাখতেই হয়। আমি হচ্ছি বনের রাজা বাঘ—আমার কথার ত' নড়চড় হতে পারে না।

পিঁপড়ে

আমি পিঁপড়ে বলছি,—বনের রাজার কথা কিছুতেই ওলট-পালট হতে পারে না। বনের বাঘের সাচ্চা কথা।

[ছড়া]

শুনছ ওগো ব্যাঘ্রমশাই,
আমার কথাগুলি—
মানুষের এই বাচ্চাটারে
নাও গো পিঠে তুলি।
তুমি যে গো বনের রাজা
কথা তোমার দামী,
মায়ের কাছে পৌঁছে দেবে
একটুও না থামি !

বাঘ

হালুম। ঠিক ! ঠিক ! আমার কথার ত' নড়চড় হবে না। ওঠো খোকা আমার পিঠে। তোমায় পৌঁছে দেবো একেবারে তোমার মায়ের দরজার কাছে—হালুম !

(বাঘের হাসি)

[দ্রুত ঐক্যতান বাদন]

যবনিকা



[এক শ্রেষ্ঠী পুত্র—নাম তার মণিভদ্র। যবনিকা উত্তোলিত হ'লে দেখা গেল—মণিভদ্র তার বারান্দায় চুপ্‌চাপ্‌ হতাশ ভাবে বসে আছে। একটা অশরীরী বাণী শোনা যাচ্ছে।]*

বাণী

মণিভদ্র, অর্থের অভাব তোমার ছিল না। কিন্তু জলের মতো তুমি সেই অর্থ ব্যয় করেছ। একদিনও ভাবোনি যে, ভবিষ্যৎ আছে। তোমার তরুণ বয়স—সারাটা জীবন মরুভূমির মত তোমার সামনে পড়ে আছে।

[মণিভদ্র একবার ওপরে তাকিয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল]

বাণী

কথা বলছ না কেন মণিভদ্র ?

---

* বিষ্ণুশর্মার একটি কাহিনীকে নাটকে রূপান্তরিত করা হল।

মণিভদ্র

কি আর বলব? বলবার আমার কিছুই নেই। আজ আমি সর্বস্বান্ত, পথের ভিখারী।

বাণী

কিন্তু তুমি পুরুষ মানুষ—তরুণ যুবা। এত সহজে হতাশ হয়ে পড়লে চল্‌বে না।

মণিভদ্র

কিন্তু তুমি কে? তোমায় চোখে দেখ্‌তে পাচ্ছিনা—কেবলি আমায় সান্ত্বনা দিয়ে চলেছ!

বাণী

আমি তোমার একজন হিতৈষী বন্ধু—

মণিভদ্র

শোনো হিতৈষী বন্ধু, উপদেশ আর আমি শুনতে চাইনে। বন্ধুও অনেক দেখেছি। তাদের জন্যই ত' আজ আমি সর্বস্বান্ত। আমায় একটু একলা থাকতে দাও।

বাণী

ভয় নেই, সব সময় আমি তোমার সংগে সংগে থাকবো।

মণিভদ্র

সে পরিশ্রমও তোমায় খুব বেশীদিন করতে হবে না।

বাণী

কেন বল ত? আমায় কি খুব খারাপ লোক বলে মনে হচ্ছে?

মণিভদ্র

দেখ ভাই অদেখা মানুষ, আমি এখন ভালো-মন্দের বাইরে চলে গেছি। বিত্তহীন জীবন বৃথা। আজই আমি আত্মহত্যা করে সকল যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তিলাভ করবো।

বাণী

শোনো মণিভদ্র, অবুঝ হয়ো না। আমি বল্‌ছি, তোমার কোন ভয় নেই—আমি তোমায় প্রচুর অর্থ পাইয়ে দেবো। তাই নিয়ে তুমি নতুন করে বাণিজ্য সুরু করো।

মণিভদ্র

তোমার আসল পরিচয়টা বলো দেখি।

বাণী

আমি হচ্ছি তোমার পূর্বপুরুষের সঞ্চিত রাশি রাশি অর্থ। এতদিন আত্মগোপন করে ছিলাম। এখন তোমার প্রয়োজন আছে, তাই তোমার কাছে এসেছি। আমার নাম পদ্মনিধি।

মণিভদ্র

আমার পূর্ব পুরুষের সঞ্চিত রাশি রাশি অর্থ! তুমি বলছ কি অদেখা বন্ধু?

বাণী

আমি সত্য কথাই বলছি—। আমি এসে পড়েছি—তোমায় আর আত্মহত্যা করতে হবে না।

মণিভদ্র

কিন্তু তোমায় আমি পাবো কি করে?

বাণী

সেই কথা বলতেই ত তোমার কাছে এসেছি। নিজে থেকে তোমার সংগে পরিচয় করেছি, মন দিয়ে আমার কথা শোনো মণিভদ্র—

মণিভদ্র

বল ভাই—

বাণী

এই একটু পরেই বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর বেশে আমি তোমার সংগে দেখা করতে আসবো। দেখা হবা-মাত্রই তুমি একটা প্রকাণ্ড লাঠি দিয়ে আমার মাথায়

আঘাত করবে। সংগে সংগে আমি সোণার মূর্তি হয়ে যাবো। তখন আর তোমার কোন অভাবই থাকবে না। কিন্তু মনে রেখো মণিভদ্র, দেখা হবার সংগে সংগেই মস্তকে আঘাত করতে হবে। মণিভদ্র, তোমার লাঠি নিয়ে প্রস্তুত হয়ে থাকো, আমি চল্লাম—

[অশরীরী বাণী দূরে মিলিয়ে গেল]

মণিভদ্র

তাইতো এ আমি কি শুনলাম ? সারাদিন বসে বসে টাকার স্বপ্ন দেখি কিনা, তাই হয়ত এই রকম কথা শুনতে পেলাম। নইলে এও কি কখনো সম্ভব। মাথা গরম হয়ে গেছে ! পাগলের প্রলাপ—হা হা—হা [আপন মনে হাসতে লাগলেন]

[বাইরে থেকে হাঁক শোনা গেল—পরামাণিক চাই কর্তা—পরামাণিক]

মণিভদ্র

তাইত। ক'দিন থেকে দাড়িটাও কামানো হয়নি। একটু ভদ্রই না হয় হওয়া যাক্। মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢাললেই সব ঠিক হ'য়ে যাবে। ওহে পরামাণিক, এই দিকে এসো, আমার দাড়িটা কামিয়ে দাও দেখি—

[পরামাণিকের প্রবেশ]

পরামাণিক

আচ্ছা কর্তা [পরামাণিক ক্ষৌর কার্য্যে নিযুক্ত হল, হঠাৎ এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর প্রবেশ। দ্রুত ঐক্যতান বাদন শোনা গেল]

মণিভদ্র

[উন্মাদের মতো উঠে দাঁড়ালো]—ও ! সত্যি তুমি তা হলে এসেছ ? এসো, এই ঘরে এসো।

[দরজা খুলে দিল। বৌদ্ধ ভিক্ষু ঘরে ঢুকতেই মণিভদ্র এক লাঠির আঘাত করল সন্ন্যাসীর মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসী স্বর্ণ মূর্তিতে পরিণত হল। দ্রুত বাদ্যধ্বনি। মণিভদ্র পাগলের মতো দরজা বন্ধ করে দিল। পরামাণিকও ব্যাপারটা দেখে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল। তারপর ডাকল]

পরামাণিক

ও কর্তা, দাড়ি কামাবে না ?

[ভিতর থেকে মণিভদ্র বল্লে]

মণিভদ্র

না রে, আজ আর দাড়ি কামাবো না। কাল আসিস্।

পরামাণিক

তাইত! একেবারে ভোজ বাজি। এলো বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, বণিক তাকে ডেকে নিয়ে গেল ঘরে—মাথায় মারল লাঠি—আর সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসী সোণা হয়ে গেল। [চীৎকার করে] ভানুমতীর খেলা, ভানুমতীর খেলা। [পায়চারী করতে লাগল] আমার নাম নাপিত। নরের মধ্যে আমি হচ্ছি সব চাইতে চালাক! আমায় ধোঁকা দিয়ে যাবে ওই বণিক? উঁহু! বুঝতে পেরেছি ব্যাপারটা। এই বৌদ্ধ পণ্ডিতদের মাথায় লাঠি মারলেই সোণা হয়ে যায়। ওদের পুণ্যের শরীর কিনা। একটু ঘা খাবার যা দেরী! হুঁ বাবা! আমার হাতেও আছে লম্বা বাঁশের তেল পাকানো লাঠি! [হঠাৎ লাফিয়ে উঠে] আরে! এইদিকে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু আসছে না। ভগবান জুটিয়ে দিয়েছেন! আমি এখন কি করবো, একটু আড়ালে লুকিয়ে থাকি [লুকিয়ে রইল]

[বুদ্ধের স্তোত্র আবৃত্তি করতে করতে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুর প্রবেশ। সঙ্গে সঙ্গে পরামাণিক আড়াল থেকে বেরিয়ে সেই বৌদ্ধ ভিক্ষুর মাথায় মারল এক লাঠি। বৌদ্ধ ভিক্ষু প্রাণের দায়ে চীৎকার করে উঠল।

বৌদ্ধ ভিক্ষু

খুন করে ফেল্লে—খুন! কে কোথায় আছ বাবা, রক্ষা করো, রক্ষা করো, নাপিত ব্যাটা আমায় মেরে ফেল্লে……

[সহর কোটালের প্রবেশ]

সহর কোটাল

এই—এখানে এত গোলমাল কিসের ? একি! মাথা দিয়ে রক্ত পড়ছে!

বৌদ্ধ ভিক্ষু

এই যে সহর কোটাল, দেখ বাবা, আমি কোনো দোষ করিনি। বুদ্ধের নাম গান করতে করতে এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম। এই নাপিতটা হঠাৎ ছুটে এসে আমার মাথায় মারলে এক লাঠি! দেখ, আমার মাথা দিয়ে রক্ত পড়ছে!

সহর কোটাল

এই ব্যাটা! কেন এই ভিক্ষুর মাথায় লাঠি মেরেছিস? ওঁর হাতে ত' আর রাশি রাশি অর্থ নেই! ওকে মেরে তোর কি লাভ হবে? [হাত ধরল]

পরামাণিক

হায়! হায়! হায়! কেন আমার এই দুর্মতি হল! একের পক্ষে যা অমৃত অন্যের পক্ষে বুঝি তাই বিষ! অতি লোভে আগু-পিছু বিবেচনা না করেই আমি নরহত্যা করতে যাচ্ছিলাম।

সহর কোটাল

হুঁ এখন খুব ধর্ম্মজ্ঞান হয়েছে। চল আমার সঙ্গে কোতয়ালিতে।

[পরামাণিককে নিয়ে প্রস্থান]

যবনিকা



বন-মহোৎসব

[যবনিকা ওঠার পর দেখা গেল সুন্দর বনভূমি শুকিয়ে গেছে! ঝরাপাতারা এলোমেলো হাওয়ায় এদিক-সেদিক উড়ে বেড়াচ্ছে। বনভূমির পাশেই নদী। কিন্তু নদীতে চর পড়ে গেছে। জলও গেছে শুকিয়ে। গরু, ঘোড়া, মানুষ, ছাগল সব পায়ে হেঁটে নদী পার হয়ে যাচ্ছে। বনভূমিতে একটিও ফুল ফোটেনি। কাঁটা গাছ আর শুক্‌নো ঘাসে ভর্ত্তি। একটি পাখীও ডাক্‌ছে না। সব যেন প্রাণহীন শ্মশানের মতো]

[নৃত্য-গীত করতে করতে উষার প্রবেশ]

গান

আমি উষা এসেছি গো বনভূমিতে,
মধু-প্রীতি দিয়ে শুধু ফুল চুমিতে!
আছে হাসি, আছে গান,
আছে প্রাণ অফুরাণ—
ভেদাভেদ রাখিবনা—আমি-তুমিতে!

ঝল্‌মলে লাল রঙে রাঙাবো রে বন,
সেই রঙে রাঙা হবে—সবাকার মন!
আয়রে কিশোরী দল,
সাজ পরে ঝলোমল
চারু, হাসি, বীথি, গীতি, নীতি, রুমিতে!

[সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল ঝল্‌মলে পোষাক পরে চারু, হাসি, বীথি, গীতি, নীতি, রুমি এসে উষার সঙ্গে নাচে যোগ দিল।]

উষা

কিন্তু ভাই, বনভূমির এ কি দশা? লতা, পাতা, ফুল, ফল সব গেছে শুকিয়ে। একটি পাখী গান গাইছে না। হাওয়া যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে। ঝরাপাতারা উড়ে চলেছে এদিক-ওদিক। এ বনে কি করে ফুল ফুট্‌বে?

[ঝরাপাতার প্রবেশ]

গান

ঝরাপাতা বন-ভূমির আবর্জ্জনা ভাই,
মোদের বুকে আজ সবুজের পরশটুকু নাই!
শ্বাস ফেলেছে বৃক্ষ শাখা
বনে কি আর যায়রে থাকা?
মাটির পরে গৈরিকেরি আসন পাতি ভাই!

রবির কিরণ আর ত' নাহি হাত ছানিতে ডাকে,
ভোরের পাখী আর ত' কভু বসে না মোর শাখে!
সমীরণ আর কয় না কথা
নাই বরষার আকুলতা
শূন্য জীবন এখন শুধু শেষ করিতে চাই!

উষা

তাই ত ঝরাপাতা ! তোমার এই দশা হয়েছে ? গত ঋতুতে যখন এলাম, দেখলাম, সবুজের ঢল নেমেছে তোমার গায়ে ! অরুণ কিরণ পিছ্‌লে পড়ছে তোমার চোখে-মুখে। পাখীর গানে মুখরিত হয়ে উঠেছে বনভূমি ! তুমি মৃদু সমীরণে দুল্‌ছ, আর তোমার সারা দেহ থেকে সবুজের জ্যোতি বেরুচ্ছে !

ঝরাপাতা

কিন্তু উষা, আজ আর তার কিছুরই অবশিষ্ট নেই ! শ্রান্ত, রিক্ত, শূন্য আমি। তোমার মুখের গান শুনে আমার সুখের দিনের কথা মনে পড়ল। তাইত' ছুটে এলাম তোমার কাছে ! আর কি সবুজ ফিরে আস্‌বে না আমার অন্তরে ?

উষা

শোনো ঝরাপাতা, বনভূমির লাবণ্য ফিরে আসুক, গাছে গাছে আবার ফুল ফুটুক, এই সাধনায়ই ত' আমি বেরিয়েছি। কিন্তু আমার একার কতটুকু সাধ্যি ? তাই সবাইকার সহযোগিতা আমি চাই।

[নদীর প্রবেশ]

নদী

কল্‌কল ছল্‌ ছল্—
ছুটিতাম অবিরল
বরষারও ছিল ঢল
নদীর বুকে !
দোলা দিত সমীরণ
জুড়াতো গো প্রাণ-মন
বেয়ে যেত অনুখন
তরণী সুখে !

নদীতে পড়েছে চর
কৃষাণেরা বাঁধে ঘর
নাহি ছোটে তর্ তর্
স্রোতের ধারা !
মাছেরা খেলে না ভাই
এ গাঙে জোয়ার নাই
ক্ষীণ হয়ে গেছে তাই
চোখের তারা ॥

উষা

সে কি কথা গো নদী ? তোমার উত্তাল তরঙ্গে যে আমার উত্তরীয়ের লাল রঙ খেলা করে বেড়াত ! মনে হত জলে যেন আগুন লেগেছে ! সেই ছল ছল জলরাশি গেল শুকিয়ে ! এর চাইতে দুঃখের কথা আর কি হতে পারে ?

নদী

সত্যি ভাই উষা ! আমার দুঃখ রাখ্‌বার আর ঠাঁই নেই ! তুমি সবাইকার সহযোগিতা চাইলে না ? সবাইকে নিয়ে কাজ করতে ত' আমি ভালই বাসি। কিন্তু তুমি আমার শীর্ণ স্রোত ধারার দিকে তাকিয়ে দেখ···তোমার চোখেই জল আস্‌বে।

উষা

তবু তোমার সহযোগিতা চাই নদী। নইলে কাননে ফুল ফুট্‌বে কি করে ? ফুল ফুট্‌বে—তবে না মৌমাছিরা আস্‌বে গুণ গুণ করে ফুলের মধু সংগ্রহ করতে ? ফুরফুরে হাওয়া দোলাবে সেই রঙীণ ফুলদের ! ভোরের পাখী এসে মিষ্টি সুরে তান ধরবে !

[দিবার প্রবেশ]

দিবা

শুধু মিষ্টি সুরে তান ধরলেই ত' ফুল গাছ বেঁচে থাক্‌বে না, নিঝুম দুপুরে—প্রখর তপন তাপে যখন কুঁড়ি আস্‌বে শুকিয়ে, পাতা যাবে কুঁক্‌ড়ে, শাখা

আস্‌বে নুয়ে তখন কে তাকে স্নিগ্ধ ছায়া দান করবে ? তখন আমি অপলক নেত্রে জেগে থাক্‌বো দিবা। যতটুকু আলো সে গ্রহণ করতে পারবে তাই তাকে বিলিয়ে দেওয়া হবে, বাকি সময় অন্য কোনো বড় গাছের ছায়ায় ওকে দিতে হবে বিশ্রাম।

উষা

ঠিক কথা বলেছ ভাই দিবা। তুমি আমার মেজো বোন। আমি উষা, সকালের সোণালী রদ্দুরে ফুল গাছের চারাকে প্রাণবন্ত করে তুল্‌বো, আর নিদাঘের তাপে তুমি দেবে তাকে বিশ্রাম।

[বৈকালীর প্রবেশ]

বৈকালী

আর আমি সেজো বোন বৈকালী, বিকেল বেলা বারি সিঞ্চন করবো ফুল গাছের গোড়ায়। তবেই না তারা জীবনীশক্তি লাভ করবে।

উষা

হ্যাঁ, মনে পড়েছে······বৈকালী! তুই ত' আমাদের সেজো বোন। কত দিন তোকে এই বন-ভূমিতে দেখিনি বলত !

বৈকালী

তুমি আসো সকালে, আর আমি আসি বিকেলে। দেখা হবে কি করে বলো। আজ একটা বিশেষ প্রয়োজনে সবাই এসে মিলেছি······তাই ত' হঠাৎ বোনে বোনে হল দেখা !

[সন্ধ্যার প্রবেশ]

সন্ধ্যা

এখনো সব বোনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নি ! আমি ছোট বোন সন্ধ্যা রয়েছি না ? আমার কথা তোমরা সবাই ভুলেই গেলে ?

উষা

ওমা ! সত্যিই ত' ! আমি বড়দিদি······আমারই ত' মনে করা উচিত

ছিল! এরই মধ্যে কত বড়টি হয়ে গেছিস সন্ধ্যা? নীলাম্বরী সাড়ী……… তারার চুম্‌কি বসানো………কপালে সন্ধ্যা তারার টিপ্! চমৎকার দেখাচ্ছে তোকে!

সন্ধ্যা

দিদিরা যদি ছোট বোনের খোঁজ না রাখে—সে কি আমার দোষ? শোনো, আমি যে কাজের ভার নিয়েছি তাই তোমাদের সবাইকে জানিয়ে যাই—! রাত্রির গাঢ় অন্ধকারে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়বে—তখন আমি সন্ধ্যা তারার দীপ জ্বালিয়ে ফুলের গাছ পাহারা দেবো। জোনাকিরা যদি এসে গাছের পাতা নষ্ট করতে চায়, তবে তাদের বারণ করবো। রাতের পাখীদের দৌরাত্মি থেকে নিরাপদে রাখ্‌বো ওদের। বুনো-জানোয়ারদের হাত থেকে ওদের বাঁচিয়ে রাখ্‌বার দায়িত্ব ত' আমারই।

উষা

সেদিনকার ছোট্ট মেয়ে সন্ধ্যা………এত কাজ করতে পারবি তুই একা-একা? তোর ভয় করবে না?

সন্ধ্যা

ভয় আমি করি না। সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালিয়েই ত' আমার যত কাজ। তোমরা সবাই দিনের আলোতে ঘরে ফিরে যাও। তখন আমার ঘুম ভাঙ্গে। সাঁঝের-পিদিম জ্বালাবার ভার ত' সেই জন্য আমি হাসিমুখে নিয়েছি। নিশ্চিন্ত থাকো তোমরা।

[নাচ্‌তে নাচ্‌তে মেদিনীর প্রবেশ]

মেদিনী

কিন্তু তাতেই কি তোমরা ফুলের গাছকে বাঁচাতে পারবে?

উষা

তুমি আবার কে এলে? তোমায় ত' এ বনে কখনো দেখি নি!

মেদিনী

আমায় চেনো না? আমি মেদিনী গো! কেউ কেউ আমায় ক্ষিতি বলেও ডাকে!

মেদিনীর গান

সবার পায়ের পরশ লভি গো আমি যে মেদিনী মেয়ে,
ব্যথা পেয়ে কেবা গোপনে কাঁদিছে, দিবা নিশি আছি চেয়ে!
কত কাঁটা মোর বিঁধেছে যে পায়,
আঘাত সহিতে বেঁচে আছি হায়
কার ফুলদল অকালে ঝরিল শুনে ছুটে আসি ধেয়ে!

আমার মাটির পরশ বিহনে কভু কিরে ফোটে ফুল!
আঁধার রাতের নীরব বেদনা গোপনে গড়ায় দুল!
মাটির মায়েরে ভুলেছ সবাই
তাই বনভূমে ফুল ফোটে নাই!
সাগরের বারি মুকুতা রচিছে পরম বেদনা পেয়ে!

উষা

সত্যি কথা বলেছ তুমি মেদিনী! আমরা মা-মাটিকে ভুলে আছি বলেই আজ বনভূমে ফুল ফুট্ছে না। মৃত্তিকাকে বাদ দিয়ে হাওয়ায় কখনো ফুল ফোটে? আকাশ-কুসুম শুধু স্বপ্নেই রচিত হতে পারে!

[বারির প্রবেশ]

বারি

আমার কথা ভেবেছ তোমরা কখনো? আমাকে বাদ দিয়েই বা ফুল ফুট্‌বে কি করে?

উষা

তুমি আবার কে গো? সাজ-সজ্জা ত' মন্দ করো নি!

বারি

আমি হচ্ছি বারি। তোমরা আমাকে 'অপ্' বলেই জানো। এই কথাটা তোমরা কখনো ভেবে দেখেছ কি যে, বারি বিনা কিছুই বাঁচতে পারে না? বারির আর এক নাম জীবন। সেই জীবনের কথা তোমাদের মনে নেই বলেই আজ মৃত্যুকে তোমরা বরণ করে নিয়েছ।

বারির গান

ঝর ঝর বরিষণে ঝরি যে বারি
মেঘে-মেঘে শুনেছ কি সুরটি তারই?
মেদিনী যে করে স্নান
শুনেছ কি তারই গান?
জীবনে জোয়ার জাগে, আর কি হারি?

মোর জল-কল্লোলে পুলক জাগে,
কিবা তান ওঠে শুনি নবীন রাগে!
কত ফল, কত ফুল
নাহি মেলে তারি তুল,
মেদিনীরে সবুজেতে সাজাতে পারি॥

ঊষা

সে গর্ব্ব তুমি ভাই করতে পারো বারি! তুমি যে বারি, তুমি যে অপ্, আর তুমিই যে জীবন·········সে কথা কি আমরা ক্ষণেকের তরে ভুলে থাক্তে পারি?

[কিরণের প্রবেশ]

কিরণ

কিন্তু কিরণ? যাকে তোমরা 'তেজ' বলে জানো, সেও ত' হেলা-ফেলার বস্তু নয়। তার কথা একবারও ভেবেছ তোমরা?

উষা

হ্যাঁ, তেজের দরকার আছে বৈ কি! নইলে আমি উষা বাঁচতাম কি করে? তুমি কিরণ আছ বলেই ত' উষার এত রঙ! সেকথা আর যেই ভুলুক…আমি কিন্তু ভুলিনি কখনো। তুমি যখন এসে পড়েছ কিরণ, তখন কিন্তু আমাদের ছেড়ে যেও না। তেজ হচ্ছে জগতের প্রাণ-শক্তি। সেই শক্তিকে যদি আমরা ভুলে থাকি তবে আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। কিরণ, তুমি আমাদের সহায় হও।

কিরণ

তোমাদের কাছাকাছি আর পাশাপাশি থাক্‌বো বলেই ত' তাড়াতাড়ি ছুটে এলাম। প্রীতি পেতে চাই বলেই ত' এত প্রাণান্ত প্রচেষ্টা। সে কি তুমি বুঝ্‌তে পারো না।

কিরণের গান

আমার মনের গোপন কথা বুঝবে সবাই অনুমানে—
মুখ ফুটে কি যায় গো বলা—কইবো যা সে কানে-কানে?
কিরণ জাগে রোজ প্রভাতে,
ভোরের পাখীর জাগার সাথে—
কান পেতে সই শুনো, বিহগ কি কথা কয় গানে গানে॥

আমার মনে নেই কালিমা, তাইত' আমি কিরণ ঢালি,
সবাইকে যে পথটি দেখাই আমার মনের প্রদীপ জ্বালি!
লুকায় কে রে কালো নিশায়?
ওঠ্ না জেগে আলোর তৃষায়
প্রাণ-ধারণের মন্ত্রটুকু দে ছড়িয়ে প্রাণে-প্রাণে॥

[বাতাসীর প্রবেশ]

বাতাসী

আমার কথাটাও তোমরা যাতে না ভোলো—সেই অনুরোধ জানাতেই ত' এলাম।

ঊষা

কে তুমি এমন আপনার সুরে কথা কইছ? মনে হচ্ছে, একেবারে ঘরের মানুষ, কিন্তু মোটে দেখা-শোনা নেই!

বাতাসী

তুমি সত্যি কথাই বলেছ ঊষা। আমি একেবারে ঘরের মানুষ। এত আপনার তাইত' আমাকে মাঝে মাঝে বেমালুম ভুলে বসে থাকো। নাম আমার 'বাতাসী', লোকে 'মরুৎ' নামেও জানে আমাকে।

বাতাসীর গান

আমি যে গো হাল্‌কা হাওয়া
খুশীর স্রোতে বই!
মোর বিহনে বাঁচবে নাকো
তুচ্ছ আমি নই!
বইছি আমি দিনে রাতে
আছি যে ভাই সবার সাথে
দেখ্‌তে কেউ পাওনা তবু,
ঘরের মানুষ হই!

আমি আছি, তাইত জগৎ বেঁচেই আছে প্রাণে,
সন্ধ্যা-সকাল বন্দনা গায় মধুর গানে গানে।

দখিণ সমীরণের লাগি
কবির পরাণ আছে জাগি,
আমায় তোরা ভুল্‌বি এমন সাধ্যি তোদের কৈ ?

উষা

ঠিক কথা বাতাসী। দেহে-মনে জড়িয়ে আছ, তোমায় আমরা ভুল্‌বো সাধ্য কি ? তবু যে নতুন করে আমাদের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছ—তাতেই সবাই মনে জোর পেলাম। বুঝলাম, আমরা এক্‌লা নই। দুঃখের দিনে পাশে এসে দাঁড়াবার মানুষ আমাদের আছে।

[রিক্তার প্রবেশ]

রিক্তা

পাশে এসে ত' আমিও দাঁড়াতে চাই। কিন্তু তোমরা ডাক দিচ্ছ কৈ ?

উষা

কে তুমি ভাই ? এমন মিষ্টি তোমার কথা ? একেবারে আন্তরিকতায় ভরা !

রিক্তা

আমি যে ভাই রিক্তা। তোমরা বলো, 'ব্যোম'—একেবারে শূন্যি ! তাই বুঝি আমি একেবারে শূন্যির ঘরেই পড়ে গেছি ! কেউ আমার কথা ভাবে না, কেউ আমায় কাছে ডাকে না। সবাই আমায় ভুলে থাক্‌তেই ভালোবাসে। কিন্তু আমি ত' তা চাইনে ! আমার মনে আছে মিতালি পাত্‌বার বাসনা। ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ-এর সঙ্গে আমিও ব্যোম ঘুরে বেড়াই। যে মরা গাছে তোমরা ফুল ফোটাতে চাইছ—আমারও যে সেই কামনা। নিশীথ রাতে আমার প্রাণ চায়—চুপি চুপি গিয়ে একটি কুঁড়িকে ফুটিয়ে তুলি !

[পাখীর প্রবেশ]

পাখী

আমারও যে সেই কামনা, আমারও ত' সেই সাধনা। তোমরা সবাই এসে জুটেছ দেখে আমিও ছুটে চলে এলাম—তোমাদের কাছে।

উষা

কে তুমি ভাই? মনে হচ্ছে, কণ্ঠে আছে তোরার গান! তাই আমাদের শোনাতে এসেছ!

পাখী

তুমি ঠিক অনুমান করেছ উষা। আমি হচ্ছি গানের পাখী। তোমরা সবাই আজ বন-ভূমিতে পদার্পণ করেছে……তাইত' গানের পাখী সবাইকে গান শোনাতে এলো। আমি না গান শোনালে তোমাদের বন-মহোৎসব কখনো সার্থক হয়ে উঠ্‌বে না!

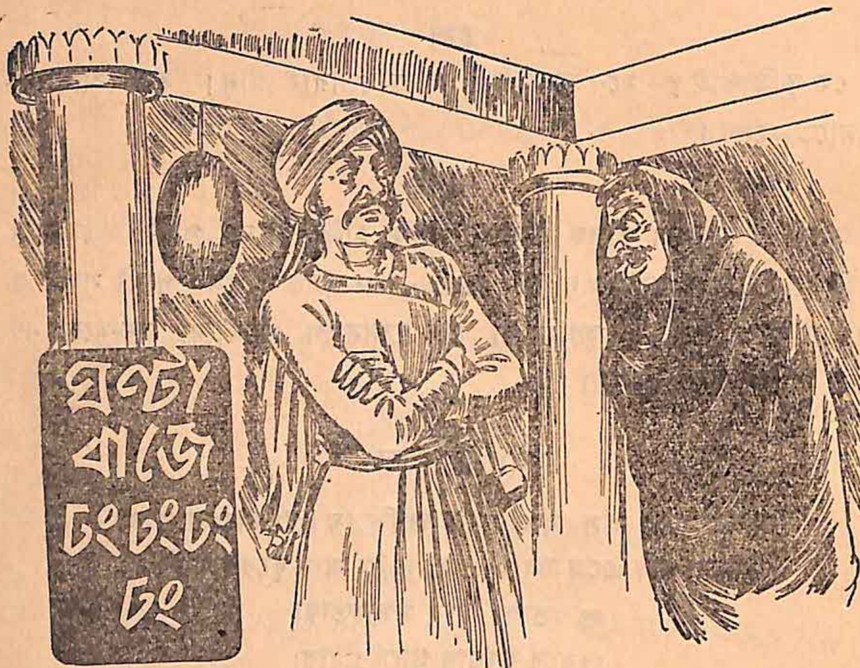
পাখীর গান

বনের মাঝে বাস যে আমার, আমি যে গো গানের পাখী
তোমরা যদি এলে সবাই—আমি কি আর দূরেই থাকি?
শুকতারা আর সন্ধ্যাতারা
শুনবে আমার গানের ধারা
রামধনু যে রাঙা হল আমার সুরের আবির মাখি!

বনে যদি ফুটবে গো ফুল, পাখী কি আর নীরব থাকে?
সকল সুরের ঝর্ণাতলায় পরাণখানি ডুবিয়ে রাখে!
সেই সুরেরই মধুর বোলে
একটি কুসুম ঘোমটা খোলে,
বনের মাঝে উৎসেবেরি দেয় পরিয়ে নতুন রাখি!

[গানের পাখীর গানের সঙ্গে সবাই এসে নৃত্যে যোগ দিল। বন-ভূমিতে বন-মহোৎসব সার্থক হয়ে উঠ্‌লো]

যবনিকা



[রাত্রি দশটা বেজে গেছে। রাজপুরীর দেউড়ীতে শম্ভুরাম পাইচারী করছে। সাম্‌নেই প্রকাণ্ড ঘণ্টা। প্রতি ঘণ্টা অন্তর এই ঘণ্টাটি বাজে। শম্ভুরাম পাইচারী করছে—তার কারণ শম্ভুরামের ওপর ঘণ্টা বাজাবার ভার পড়েছে। এই ক্রমাগত টহল দেয়া তার অসহ বলে মনে হচ্ছে। এমন সময় দেখা গেল—একটি কৃষ্ণমূর্তি তার সামনে এসে দাঁড়াল]

ভূষণ

এ কি বন্ধু, আজ তোমায় ঘণ্টা-ঘরের সামনে দেখছি যে! ছিলে বনের পাহারাদার, সেখান থেকে একেবারে রাজবাড়ীতে? ব্যাপারটা কি ঘটল—একটু খুলেই বলোনা শম্ভুরাম।

শম্ভুরাম

আরে! ভূষণ যে! তুমি কি করে জানলে যে আমি ঘণ্টাঘরের সামনে পাইচারী করছি!

ভূষণ

আরে ভাই, তুমি হলে আমাদের দলের গোদা! ছিলে বন-রক্ষক। সওদাগরদের যাতায়াতের পথ। তাদের পথ আগলে বেশ দু'পয়সা রোজগার হচ্ছিল। হঠাৎ শুনি, রাজার আদেশে আর মন্ত্রীর পরামর্শে সেনাপতি পাঠিয়ে তোমায় ধরে এনেছে এই রাজপুরীতে। ব্যাপারটা মোটেই ভাল ঠেক্‌ল না। আমরা তো' সব এক সূতোয় গাঁথা। তাই ভাবলাম—একবার দেখে আসি,—রাজপুরীতে এসে তোমার দশাটা কি হল—

শম্ভুরাম

ঠিকই শুনেছ ভাই। রাজা নাকি হঠাৎ জান্‌তে পেরেছেন যে, তার রাজ্যে রাজ-কর্মচারীরা সবাই উৎকোচ নিচ্ছে, আর বহু অনাচারের সঙ্গে জড়িত রয়েছে। আর আমিই নাকি দলের গোদা!

ভূষণ

তারপর?

শম্ভুরাম

তারপরের খবর মোটেই শুভ নয়। রাজা আমাকে শূলে চড়াবার আদেশ দিয়েছিলেন।

ভূষণ

কী সর্বনাশ!

শম্ভুরাম

মন্ত্রীমশাই ত, বুড়ো হয়েছেন। তাঁর মাথাটা একটু ঠাণ্ডা। তিনি দাড়িতে হাত বুলিয়ে, অনেক গবেষণা করে বললেন, লোকটাকে একেবারে প্রাণে মেরে ফেলা ঠিক হবে না। ওদের দলবল চারিদিকে ছড়িয়ে আছে—রাজ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হতে পারে। তাই ওকে এনে এমন কাজে নিযুক্ত করা হোক—যেখানে উৎকোচ গ্রহণের কোনো উপায়ই নেই।

ভূষণ

বটে! তারপর? রাজামশাই কি উত্তর দিলেন?

শম্ভুরাম

রাজামশাই মন্ত্রীমশাইয়ের কথা শুনে বললেন, তাহলে লোকটাকে বন-রক্ষকের পদ থেকে সোজা নিয়ে আসা যাক রাজপুরীতে। এখানে ও দেউড়ীতে ঘণ্টা বাজাবে—! ঘণ্টা বাজিয়ে আর কি করে উপরি পাওনা হবে? তখন আচ্ছা টিট্ হয়ে যাবে লোকটা।

ভূষণ

হুঁ! বুঝলাম। তাহলে এখন কি তোমার ঘণ্টা বাজিয়েই দিন কাটবে?

শম্ভুরাম

তা উপায় কি ভাই? ঘণ্টা বাজিয়ে যে উপরি কিছু লাভ হবে না—সে কথা তুমিও জানো, আর আমিও জানি।

ভূষণ

ঠিক কথা। কিন্তু আমাদের পেট চলবে কিসে? ছিলে বন-রক্ষক, হলে ঘণ্টা বাজিয়ে। এতে তোমার ক'টাকাই বা মাইনে হবে? আমি কিন্তু অগাধ জলে পড়ে গেলাম।

শম্ভুরাম

তুমি পড়লে অগাধ জলে, আর আমার যে সাঁতারপানি! এখন কিছুদিন মুখ মুছে বেড়াল-তপস্বী সেজে থাকতেই হবে। (হঠাৎ দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে) চুপ! আর কথাটি নয়। স্বয়ং মন্ত্রীমশাই এইদিকেই আসছেন। সঙ্গে একজন প্রহরী।

ভূষণ

ব্যাপার বড় সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না। যঃ পলায়তি সঃ জীবতি।

শম্ভুরাম

হুঁঃ! ঠিক কথা। আমি যদি প্রাণে বেঁচে থাকি তবে কাল সন্ধ্যের পর ঠিক এই যায়গায় দেখা হবে।

ভূষণ

ও! তোর বুঝি রাত্তিরের চাক্‌রী। মানুষ-জনের আর মুখ দেখবার যো রইল না। দিনের বেলা হলেও খানিকটা না হয় পুষিয়ে যেতো। প্রার্থী আসতো, ভিক্ষুক আসতো, ভিন্ দেশের রাজপুত্রেরা আসতো। তাছাড়া কত আসতো—বিভিন্ন দেশের সওদাগর, জহুরী, চিকিৎসক—না, আর নয়, এই বেলা আমি গা ঢাকা দি— [প্রস্থান]

[প্রহরী সহ মন্ত্রীর প্রবেশ]

মন্ত্রী

[দাড়িতে হাত বুলিয়ে] ঘণ্টা ঠিক বাজছে ত শম্ভুরাম ?

শম্ভুরাম

[প্রণাম করে] জয় হোক মন্ত্রীমশাই! আপনি আমার জীবন রক্ষা করেছেন —আর ঘণ্টা বাজবে না ? ঘণ্টা ঠিকই বাজছে। আপনি শব্দ শুনতে পাচ্ছেন না ? আমি সন্ধ্যাবেল থেকে ঘণ্টা বাজাচ্ছি। ঢং—ঢং—ঢং। সবাই শুনছে— রাজপুরীর দেউরীতে ঘণ্টা বাজছে।

মন্ত্রী

ঠিক কথা! অতি ভালো কথা। ঘণ্টা যেন ঠিক মতো বাজে। তাহলে তোমার জীবনের ঘণ্টাও আর বেঠিক হবে না। মহারাজকে আমি বলে রেখেছি।

শম্ভুরাম

আপনার অসীম অনুগ্রহ মন্ত্রীমশাই— [প্রণাম]

মন্ত্রী

হুঁ! সেই কথা যেন মনে থাকে। [প্রস্থান]

শম্ভুরাম

তাইত! আমি শম্ভুরাম। ছিলাম বন-রক্ষক। সেই পথ দিয়ে যেত কত সওদাগর আর ব্যবসায়ী। তাদের কাছ থেকে প্রচুর অর্থ আদায় করতাম। সোজা পথে যাবার জন্যে টাকা দিতে তারা বিন্দুমাত্র আপত্তি করত না। কিন্তু

রাজপুরীতে ঘণ্টা বাজিয়ে আমার কি উপায়টা হবে? আমার স্যাঙ্গাতের দল ত' নেহাৎ কম নয়। তাদের আমি পুষবো কি করে? এ আমার কি বিপদই হল! যাক্ প্রাণটা বেঁচে গেছে—এই যথেষ্ট। [আপন মনে পায়চারী করতে লাগলো] কিন্তু বিনা উপার্জনে আমার চলবে কি করে?

[খানিকটা কি যেন ভাবলো] নাঃ—নাঃ, আর প্রলোভনে পা দিচ্ছিনে! শূলে আমার প্রাণটাই যাচ্ছিল! মন্ত্রীমশাই আমায় বাঁচিয়েছেন। ঠিক! লোভকে আমি জয় করবো। কোনোদিকে তাকাব না। লোক ঠকাবার দলটাকে আমি ভেংগে দেবো। শুধু ঘণ্টা বাজিয়ে যাবো—ঢং ঢং ঢং ঢং।

[হঠাৎ একটি লোকের প্রবেশ]

তুমি আবার কে? কি চাই তোমার?

ফড়িং

আজ্ঞে আমি ফড়িং।

শম্ভুরাম

ফড়িং? তা তোমার পাখা কৈ? বন্ বন্ করে উড়ছ না ত তুমি?

ফড়িং

আজ্ঞে ওড়াই ত আমার কাজ। এই যেমন ফুড়ুৎ করে উড়ে আপনার কাছে এলাম।

শম্ভুরাম

তা কেন উড়ে এলে সেকথা ত' ভাই বল্লে না!

ফড়িং

বলব বৈ কি। বলবার জন্যে আমার পেটে মোচড় দিচ্ছে।

শম্ভুরাম

হুঁ! তাহলে ত' শক্ত ব্যামো বলতে হবে। আচ্ছা, তুমি চট্‌পট্ বলে ফেল।

ফড়িং

আজ্ঞে, আজ রাত্রে আপনি যদি সাড়ে বারোটার সময় একটার ঘণ্টা বাজিয়ে দেন ত' বড় ভালো হয়।

শম্ভুরাম

তোমার কথাটা ত বড় হেঁয়ালীর মতো শোনাচ্ছে ফড়িংভায়া। সাড়ে বারোটার সময় একটা বাজিয়ে দেবো কেন ?

ফড়িং

মানে, বড়রাণীর একটু সুবিধে হয় কিনা, তাই।

শম্ভুরাম

তুমি বলছ কি ফড়িংভায়া ? তাতে বড়রাণীর কি সুবিধে হবে ?

ফড়িং

ওই যাঃ ! নামটা বলে ফেলেছি বুঝি !

শম্ভুরাম

বড়রাণীর নাম বলে ফেলেছ, তাতে আর দোষটা কি হয়েছে শুনি ? তিনি আমাদের সবাইকার প্রণম্যা।

ফড়িং

সে ত নিশ্চয়ই। মানে, তিনিই আপনাকে অনুরোধ করেছেন—

শম্ভুরাম

তিনি অনুরোধ করেছেন ? তুমি যে আবার হেঁয়ালী সুরু করলে ভাই। ব্যাপারটা খোলশা করেই বলো না।

ফড়িং

মানে—কথা হচ্ছে এই যে,—বড়রাণীর মহলের প্রহরীরা ঠিক একটার ঘণ্টা পড়লে খেতে যাবে। কিন্তু সাড়ে বারোটায় যদি ঘণ্টা পড়ে—হাতে একটু সময় পাওয়া যাবে। বড়রাণী তাঁর ভাইকে ওই সময় মহলের ভেতর থেকে গোপনে বিদায় দিতে চান।

শম্ভুরাম

কেন ? কেন ? গোপনে কেন ?

ফড়িং

মানে কথাটা কি জানো? বড়রাণীর ভাইয়েদের অবস্থা এখন একেবারে পড়ে গেছে। অথচ মহারাজার কড়া হুকুম। রাজপুরী থেকে একটা কড়িও বাইরে যেতে পারবে না। বড়রাণী ভাইয়েদের সংসারে কিছু হীরে, মণি, মুক্তা সাহায্য পাঠাতে চান। তাই তুমি যদি ভাই একটু আগে ঘণ্টা বাজিয়ে দাও তবে সব দিক রক্ষা পায়—

শম্ভুরাম

হুঁ। বুঝতে পেরেছি। বড়রাণীকে আমার প্রণাম জানিয়ে বোলো, তাঁর নফর কাজ হাঁসিল করে দেবে। কিন্তু আমার পুরস্কারটা?

ফড়িং

তার জন্যে তোমার ভাবনা কি? সেটা তিনি আগেই পাঠিয়ে দিয়েছেন। [চাদরের তলা থেকে বের করে] এই নাও ভাই এক থলি মোহর।

শম্ভুরাম

[পরম আগ্রহে] দাও ভাই, দাও। ভগবান বড় রাণীমাকে দীর্ঘজীবি করুন। আর তুমি মাঝে মাঝে যাতে আমার কাছে আসতে পারো—তার ব্যবস্থা করে দিন।

ফড়িং

নিশ্চয়। নিশ্চয়। আমি প্রায়ই তোমার কাছে ফুড়ুৎ করে উড়ে আসবো। ঠিক মনে থাকে যেন ভাই—সাড়ে বারোটার সময় ঢং করে একটা—!

শম্ভুরাম

সে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো ফড়িংভায়া। সময় মতো পুরস্কার পেলে আমি কাজে কখনো অবহেলা করি না। [ফড়িংএর প্রস্থান]

হুঁ—হুঁ ব্বাবা। এরই নাম বরাত। রাখে কেষ্ট মারে কে?

[ঘোমটায় মুখ ঢাকা একটি বৌয়ের প্রবেশ]

বৌ

বাবা, তোমায় একটি অনুরোধ করবো। আমি তোমার মেয়ে—

শম্ভুরাম

কে তুমি মা, আমায় বাবা বলে ডাকলে ?

বৌ

আমি মৃগদাব চোরের বৌ—

শম্ভুরাম

অ্যাঁ। মৃগদাব চোরের বৌ ? তা তুমি এত রাত্তিরে আমার কাছে কেন ?

বৌ

বাবা, আজ রাত্তিরে তোমাকে অনুরোধ করবো, তুমি সাড়ে চারটায় ঘণ্টা বাজাবে, কিন্তু পাঁচটায় বাজাবে না—

শম্ভুরাম

এ আবার তোমার কি অদ্ভুত অনুরোধ মা ?

বৌ

তা হলে তোমায় খুলেই বলি বাবা। আমার স্বামীকে এনে প্রহরীরা রাজপুরীতে আটকে রেখেছে। কিছুতেই সে আর পালাতে পারছে না। রাজপুরীর একটা নিয়ম আছে—সাড়ে চারটার সময় যে ঘণ্টা বাজে—সেই সময় কারাগারের প্রহরী তার পোষাক-পরিচ্ছদ ছেড়ে পুকুরে স্নান করে। পাঁচটার সময় সে আবার পোষাক পরে চলে যায়, তখন অন্য প্রহরী আসে—

শম্ভুরাম

এই ওলট-পালট ঘড়ি বাজানোতে তোমার কি সুবিধে হবে—তা ত' আমি বুঝতে পারছিনে মা।

বৌ

তা হলে শোনো বাবা ! সাড়ে চারটের সময় কারাগারের প্রহরীটা পুকুরে স্নান করতে নামলেই আমার স্বামী সেই পোষাক পরে দিব্যি পালিয়ে যেতে পারবে। তোরণ-দ্বারের প্রহরী তার পোষাক দেখে আর সন্দেহ করবে না। এই সময় বেশ একটু অন্ধকার থাকে কি না। আমার এই অনুরোধ তোমায়

রাখ্‌তেই হবে বাবা! আমি শুনেছি, চোর-ডাকাতের ওপর তোমার ভারী দয়ামায়া! তুমি আগে কোথায় বন-রক্ষক ছিলে, মহারাজ তোমায় এইখানে ঘণ্টা বাজাবার কাজে লাগিয়ে শাস্তি দিয়েছেন—

শম্ভুরাম

তাহলে সে কথাও শুনেছ মা?

বৌ

তা শুনেছি বৈ কি বাবা! চোরেদেরও ত একটা দল আছে। তাদেরও আছে একটা বিরাট সঙ্ঘ। ওরাই ত আমায় পরামর্শ দিলে তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে!

শম্ভুরাম

বটে! বটে! বটে! আমার খ্যাতি তা হলে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে! আচ্ছা মা, এত খবরই যখন পেয়েছ—তখন বলত' আমার নাম কি?

বৌ

বাপের নাম না জেনে কি মেয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে? তোমার নাম হচ্ছে শম্ভুরাম।

শম্ভুরাম

[সোল্লাসে] জিতা রহো বেটি! আমি তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করছি। কিন্তু একটা কথা আছে যে মা।

বৌ

বাবা—

শম্ভুরাম

কাজের উপযুক্ত দাম না নিয়ে কোনো কিছু করা যে আমাদের বারণ! গুরুর নিষেধ আছে কিনা!

বৌ

তার জন্যে তুমি কিন্তু হচ্ছ কেন বাবা? মেয়ে সম্প্রদান করার সময় বাপকে যৌতুক দিতে হয়। আজ আবার আমি তোমায় যৌতুক দেবো।

আমার স্বামীর জীবন রক্ষা করবার জন্যে। এই নাও আমার হীরের হার। কিন্তু মনে থাকে যেন বাবা। পাঁচটার ঘণ্টা বাজবে না!

[হার খুলে দিয়ে প্রস্থান]

শম্ভুরাম

হা-হা-হা! এ যে হল আরো ভালো! এক রাত্তিরে এক থলে মোহর আর একটা হীরের হার! কোথায় জঙ্গলে ছিলাম…এলাম রাজপুরীতে। তা রোজগারটা ভালই হবে বলে মনে হচ্ছে—

[ভূষণের প্রবেশ]

ভূষণ

তোর হাতে ওটা কি চক্‌চক্ করছে রে?

শম্ভুরাম

হুঁ! নজরে পড়েছে! বেড়ালের চোখ কি না! অন্ধকারে জ্বলে বেশী!

ভূষণ

বাজাচ্ছিলি ঘণ্টা…কিন্তু সেখানেও যে হীরে—মাণিক জ্বলে। শম্ভুরাম, আমি দেখ্‌ছি তোর বরাতটাই ভালো।

শম্ভুরাম

[হাস্‌তে হাস্‌তে] আসল কথাটা কি জানিস ভাই? আমি ভালো থাক্‌তে চাইলে কি হবে? গোটা দেশটাই একেবারে পচে গেছে! তাই বনেই থাকি, আর রাজপুরীতেই আসি—উপরি পাওনা আমার হবেই। কাজেই আমার ঘণ্টা বাজুক ঢং—ঢং—ঢং—ঢং।

যবনিকা



[একটি মেয়েদের বিদ্যালয়ের অঙ্কের ক্লাশ। দিদিমণি বোর্ডে একটি অঙ্ক লিখে দিয়ে টেবিলের সাম্‌নে এসে দাঁড়ালেন। চোখ থেকে মোটা চশমাটি খুলে নিয়ে গম্ভীর ভাবে বল্লেন :]

দিদিমণি

সাম্‌নেই তোমাদের পরীক্ষা। এই অঙ্কটি যদি কেউ ভুল করো তা হলে ইস্কুল ছুটির পর ক্লাসে বসে দশটি অঙ্ক করে তবে বাড়ী যেতে পারবে।

[দিদিমণি চেয়ারে বসে একটি বই পড়তে লাগলেন। ক্লাসের মেয়েদের মধ্যে মৃদু গুঞ্জন উঠ্‌ল]

নীলা

কি মুস্কিল! এত শক্ত অঙ্ক কি করা যায়?

কণা

এর চাইতে ছবি আঁকা অনেক ভালো। আমি বসে বসে দিদিমণির একটা স্কেচ্ করে ফেলি—

তৃপ্তি

হুঁ ছবি। তার চাইতে গান গাওয়া আরো মজার নয় কি? কেউ যদি আমায় একটি রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাইতে বল্‌ত……একেবারে 'ফুলমার্ক' পেতাম।

পলা

অঙ্কের ক্লাশে গান! তার চাইতে স্কিপিং এর কথা বলো—আমি আছি। স্কিপিং এ আমার সঙ্গে কাউকে পারতে হবে না! ঠিক এমনি ভাবে স্কিপিং এর দড়িটা নিয়ে লাফাবো—

[পলা লাফাবার ভঙ্গী করতেই তার আঁচলের তলা থেকে একটি পায়রা বেরিয়ে ডানা ঝট্‌পট্‌ করতে লাগ্‌লো। মেয়েদের চোখে-মুখে চাঞ্চল্য ফুটে উঠ্‌ল]

তৃপ্তি

দিদিমণি, এই দেখুন, পলা ক্লাশে পায়রা নিয়ে এসেছে।

দিদিমণি

[বইয়ের দিকে চোখ রেখেই] পেয়ারা নিয়ে এসেছে টিফিনের সময় খাবে। এখন সবাই অঙ্ক করো, গোল কোরো না।

নীলা

[লাফিয়ে উঠে] পেয়ারা নয় দিদিমণি……পায়রা। এসে দেখুন,—কণার খোঁপার ওপর গিয়ে বসেছে—

কণা

কী মুস্কিল! ওকে সরিয়ে নে! ওর ঠোঁট দিয়ে আমার মাথায় খোঁচা দিচ্ছে যে!

[পায়রার ডানা ঝট্‌পট্‌……আর মেয়েদের চীৎকার। দিদিমণি চেয়ার থেকে নীচে নেমে এলেন]

দিদিমণি

এসব কি ব্যাপার হচ্ছে শুনি? ক্লাসের ভেতর পায়রা? একি পাখী পোষবার জায়গা? কার এ পায়রা?

কণা

পলার পায়রা দিদিমণি। আমাদের জব্দ করবার জন্যে ইস্কুলে নিয়ে এসেছে—ওকে তুলে নিতে বলুন আমার খোঁপা থেকে—

দিদিমণি

পলা—তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছ? শীগ্‌গীর কণার খোঁপা থেকে ওকে ছাড়িয়ে নাও।

[ইতিমধ্যে পায়রাটি উড়ে গিয়ে দিদিমণির কাঁধের ওপর বস্‌ল। দিদিমণি ভয় পেয়ে সমস্ত ক্লাসময় ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগ্‌লেন, আর মেয়ের দল হেসে গড়িয়ে লুটোপুটি খেতে লাগলো]

দিদিমণি

ওরে, তোরা কে আছিস্ আমায় বাঁচা—

[ইতিমধ্যে কোত্থেকে একটা হুলোবেড়াল এসে জুটেছে। নধর পায়রাটিকে দেখে সে একেবারে দিদিমণির কাঁধের ওপর লাফিয়ে পড়ল। শিক্ষিত পায়রা ফুড়ুৎ করে উড়ে গিয়ে পলার হাতের উপর বস্‌লে। কিন্তু আচম্‌কা হুলো বেড়ালের আক্রমণে দিদিমণি একেবারে কুপোকাৎ।

দিদিমণি

ও মা গো! মরে গেলুম। মরে গেলুম।

[মেয়েরা ছুটে এসে তখন দিদিমণিকে টেনে তুল্লে। দিদিমণি যেন ভূত দেখেছেন এম্‌নি তাঁর মুখের ভাব। ছিটকে পড়ে চশ্‌মাটা গেছে ভেঙে। বেড়ালের আঁচড়ে সাড়ীর আঁচল গেছে ফেঁসে। মুখেও আঁচড় কামড়ের খানিকটা দাগ লেগেছে। রাগে কাঁপছেন দিদিমণি। মনে হচ্ছে এক্ষুনি তিনি পলাকে চোখের চাউনীতে ভস্ম করে ফেল্‌বেন]

তৃপ্তি

আপনি ভয় পাননি ত দিদিমণি?

কণা

আ হা হা! আপনার চশমাটা গুড়িয়ে গেল!

নীলা

সাড়ীর আঁচলটাও যে ফেঁসে গেছে !

কমলা

যাক, প্রাণটা যে বেঁচে গেছে এই ঢের। প্রাণ থাকলে অমন সাড়ী ঢের কেনা যাবে।

দিদিমণি

[ভয়টা কাটিয়ে উঠে এখন রাগে কাঁপছেন] মানে—মানে—তোমরা মনে করেছ কি ? আমার সঙ্গে ঠাট্টা ? আমি কি তোমাদের খেলার সাথী ?

তৃপ্তি

দিদিমণি, মিছে আপনি আমাদের ওপর চটছেন। কোথায় আমরা আপনাকে টেনে তুল্লাম—মিষ্টি খাওয়াবেন, বাড়ীতে ডেকে নিয়ে আদর করবেন তা নয় মিছিমিছি বক্‌ছেন আমাদের।

দিদিমণি

ঠিক ! ঠিক ! তোমাদের কোন দোষ নেই। তোমরা আমার উপকারই করেছ, কিন্তু কোথায় সেই নাটের গুরু নিত্যানন্দ ?

তৃপ্তি

কিন্তু নিত্যানন্দ নয় দিদিমণি, মানে······ওর নাম পলা !

দিদিমণি

হুঁ ! পলা ! ও আমার হাত থেকে আজ কি করে পালায়—দেখে নেবো আমি।

কণা

সত্যি দিদিমণি, ওর একটা শাস্তি হওয়া উচিত।

কমলা

আমি এমন মন দিয়ে অঙ্কটা কস্‌তে বসেছি—প্রায় রাইট্ করে এনেছি—এমন সময়—

কণা

আমার ও ত' তাই দিদিমণি ! তর্ তর্ করে সিঁড়ি ভেঙে এগিয়ে চলেছি—অঙ্কটাও শেষ হবার মুখে···এমন সময় আমার খোঁপাতেই কিনা—

তৃপ্তি

শুধু আমাদের ওপর দিয়েই ত ব্যাপারটা শেষ হয়ে গেলনা ! আপনাকে অবধি নাস্তানাবুদ করে তুল্‌লে ওই বিচ্ছু পায়রাটা—

কমলা

আপনাকে আমরা—

কণা

ভক্তি করি—

তৃপ্তি

অঙ্ক না পারলে মাফ্ চেয়ে নি—

কমলা

সেই আপনাকেই কিনা—

নীলা

এমন করে হেনস্তা ?

দিদিমণি

ঠিক বলেছ তোমরা। কোথায় গেল সেই দুষ্টু মেয়ে পলা ?

কণা

ওই ডেস্কের তলায় গিয়ে লুকিয়েছে দিদিমণি—

দিদিমণি

হুঁ ! লুকিয়ে আমার হাত থেকে পার পাবে ভেবেছে ? ডাকো ওকে—

কমলা

এই পলা, দিদিমণি ডাকছেন তোকে, শুন্‌তে পাচ্ছিস্ নে ?

পলা

[ডেস্কের তলা থেকে] আমি যে কালা আর বোবা। কিচ্ছু শুন্‌তে পাইনে—কোনো কথা বল্‌তে পারিনে!

দিদিমণি

আমার সঙ্গে চালাকি হচ্ছে? কালা আর বোবা? উঠে এসো শীগ্‌গীর ওই ডেস্কের তলা থেকে—

পলা

এই ত এলুম দিদিমণি। আপনি উড়ন তুব্‌ড়ীকে আবার কিছু বলবেন না!

দিদিমণি

উড়ন তুব্‌ড়ী? সে আবার কে? নতুন কোনো মেয়ে আবার ক্লাশে ভর্ত্তি হয়েছে নাকি?

পলা

হি—হি—হি—হি!

দিদিমণি

আবার দাঁত বের করে হাসে?

পলা

উড়ন তুব্‌ড়ী হচ্ছে আমার পোষা পায়রার নাম। কেমন শোঁ করে উড়ে যায় আকাশে—আপনাকে দেখাবো একদিন। আবার কাটা ঘুড়ির মতো নেমে আসে ছাদের ওপর। একদিন চলুন না আমাদের বাড়ীতে। আমার মামা কতরকম কায়দা ওকে শিখিয়েছে—সব আপনাকে দেখাবো।

দিদিমণি

রোসো, তোমায় দেখাচ্ছি—সব পায়রা ওড়ার কায়দা। এই ক্ষুদে বিচ্ছুটাকে আমি আজ ঘাড় মট্‌কে মেরেই ফেল্‌বো। আমার চশ্‌মা ভেঙেছে, সাড়ী ফাঁসিয়ে দিয়েছে, গায়ে আঁচড় দিয়েছে—

পলা

না দিদিমণি, সাড়ী ফাঁসিয়েছে আর গায়ে আঁচড় দিয়েছে ত' ওই হুলো বেড়ালটা— ! দারোয়ানকে হুকুম দিন—ওকে পাক্‌ড়াও করুক—

দিদিমণি

বটে ! দারোয়ানকে হুকুম দেবো ? তোমার কথায় নাকি ? তার আগে ওই পায়রাটাকেই আগে মারবো—

কমলা

আমি একটা কথা বল্‌ব দিদিমণি ?

দিদিমণি

[মুখ ভারী করে] কি বল্‌বে—বলো—

কমলা

মানে, আমি বলছিলুম কি—পায়রাটার মিছিমিছি ঘাড় মট্‌কে কি হবে— ? তার চাইতে যদি ঝালঝাল কাট্‌লেট্‌ তৈরী করা যায়—

পলা

হুঁ ! আমার উড়ন তুবড়ীকে দিয়ে কাট্‌লেট্‌ ? তাহলে আজ তোর বিনুনী দিয়েই আমি বই বাঁধবার দড়ি পাকাবো—

কমলা

শুন্‌লেন দিদিমণি শুন্‌লেন ? আমার বিনুনী দিয়ে ও কিনা দড়ি পাকাতে চায় ?

দিদিমণি

ও সব আজে-বাজে কথা এখন রাখো। পলা, এদিকে এসো—

পলা

বেশী জোরে বল্‌বেন না দিদিমণি, তাহলে আমি সত্যি কেঁদে ফেল্‌বো।

দিদিমণি

কেন তুমি পায়রা নিয়ে ইস্কুলে এসেছ ?

পলা

ও খুব সুন্দর সুন্দর খেলা দেখাতে পারে। টিফিনের ঘণ্টায় সবাই দেখ্‌তে চায় কি না!

দিদিমণি

এটা কি সার্কাস দেখাবার জায়গা? এটা হচ্ছে ইস্কুল—শিক্ষাভবন।

পলা

আমিও ত' তাই বল্‌ছি দিদিমণি। ও কতরকম কি শিক্ষা করেছে—তাই টিফিনের ঘণ্টায় দেখাতে চায়—এই শিক্ষাভবনে।

দিদিমণি

নাঃ, দেখ্‌ছি—সোজা আঙুলে ঘী উঠবে না। তোমায় আমি সোজা নিয়ে যাবো হেড্‌মিস্‌ট্রেসের কাছে।

পলা

[আঁৎকে উঠে] এই কাজটা করবেন না দিদিমণি। আমাদের বড় দিদিমণি কাট্‌লেট্‌ খেতে বড্ড ভালবাসেন। কি জানি যদি—

দিদিমণি

বটে! আমার সঙ্গে আবার চালাকি হচ্ছে? চলো, এক্ষুনি তোমায় হেড্‌মিস্‌ট্রেসের ঘরে নিয়ে যাবো—

পলা

দোহাই দিদিমণি, আমায় নিয়ে যাবেন না, তা হলে আর উড়ন তুব্‌ড়ীর রক্ষা নেই!

[হঠাৎ হেড্‌মিস্‌ট্রেসের প্রবেশ]

হেড্‌মিস্‌ট্রেস্‌

কি—কি—? এখানে এত গোলমাল কিসের? এদিকে আমি পড়েছি এক মহা বিপদে! দারোয়ান—দারোয়ান—

দিদিমণি

বিপদ? আপনার বিপদ?

তৃপ্তি

ইন্সপেক্ট্রেস্ আস্‌বেন বুঝি আমাদের ইস্কুলে ?

কণা

ভারী মজা ! একদিন ছুটি পাওয়া যাবে—

দিদিমণি

কিন্তু এদিকে যে পায়রা—

হেড্‌মিস্‌ট্রেস্

আরো রাখো তোমার পায়রা। ওদিকে আমি এক হনুমানের পাল্লায় পড়েছি !

সকলে

[চীৎকার করে] হনুমান ?

হেড্‌মিস্‌ট্রেস্

হ্যাঁ, হ্যাঁ ; হনুমান। অফিস্ ঘরে বসে পরীক্ষার প্রশ্ন-পত্রগুলি গুছিয়ে রাখছিলাম—

কণা

কোশ্চেন আউট্ হয়েছে বুঝি বড়দিদিমণি ?

হেড্‌মিস্‌ট্রেস্

তোমার মাথা।

কণা

না—না, মাথায় নয়। আমার খোঁপায় বসেছিল—ওই বিচ্ছু পায়রাটা—

হেড্‌মিস্‌ট্রেস্

চুপ করো। আমি বল্‌ছি হনুমানের কথা, আর তুমি কিনা নিয়ে এলে পায়রা। একেবারে ধান ভান্‌তে শিবের গীত !

দিদিমণি

কিন্তু হনুমান এলো কোথেকে ?

হেড্ মিস্ট্রেস্

কোত্থেকে এলো তা জানি না, কিন্তু ঢুকলো আমার অফিস ঘরের জান্‌লা দিয়ে।

দিদিমণি

তারপর ?

হেড্ মিস্ট্রেস্

ছোঁ মেরে এক বাণ্ডিল প্রশ্ন-পত্র নিয়ে এক লাফে উধাও। ওই দেখ—ওই বড় গাছটার মাথায় গিয়ে বসেছে! দারোয়ান—দারোয়ান—

[দারোয়ানের প্রবেশ]

দারোয়ান

জি—দিদিমণি

হেড্ মিস্ট্রেস্

শোনো দারোয়ান, ওই যে গাছের ওপর হনুমান দেখ্‌ছ—ওকে পাক্‌ড়াতে হবে—

দারোয়ান

সীতারাম! সীতারাম। উ তো রামজীকা সেবক হ্যায়! উস্‌কো পাক্‌ড়ানেসে পাপ হোগা!

হেড্ মিস্ট্রেস্

আরে রেখে দাও তোমার পাপ! এক বাণ্ডিল কোশ্চেন পেপার নিয়ে হনুমানটা পালিয়ে গেল—দুদিন পর ইস্কুলে পরীক্ষা! সব যে বন্ধ হয়ে যাবে।

তৃপ্তি

নিশ্চয়ই আমাদের অঙ্কের প্রশ্ন। তাহলে ভারী মজা হয়েছে ত!

কণা

যাক্! তা হলে আর অঙ্ক পরীক্ষা দিতে হবে না!

দিদিমণি

হুঁ! সবাইকে যে খুব খুশী দেখ্‌ছি! অঙ্ক পরীক্ষা দিতে হলেই বুঝি সবাইকার গায়ে জ্বর আসে?

হেড্‌মিস্‌ট্রেস্‌

এই দারোয়ান,—লাঠি রাখো, ওঠো ওই বট গাছের মাথায়। যেমন করে হোক—কাগজের বাণ্ডিল নামিয়ে আন্‌তেই হবে।

দারোয়ান

রামজীকা সেবক—খাম্‌চা দেগা দিদিমণি! সীতারাম! সীতারাম!

হেড্‌মিস্‌ট্রেস্‌

দেখো দারোয়ান, যদি কাজ হাঁসিল করতে পারো ত' বখশিস্‌ মিল্‌বে।

দারোয়ান

কেইসা হোগা দিদিমণি—রামজীকা সেবক। সীতারাম! সীতারাম!

[এইবার পলা এগিয়ে এলো]

পলা

আমি ওই কোশ্চেন পেপার এনে দিতে পারি বড় দিদিমণি! আমায় আপনি কি দেবেন তাহলে?

হেড্‌মিস্‌ট্রেস্‌

তুমি আন্‌বে? কি করে? যদি সত্যি পারো একটা বিশেষ পুরস্কার দেবো তোমায়।

দিদিমণি

কিন্তু ওযে আমার চশমা ভেঙে দিয়েছে!

হেড্‌মিস্‌ট্রেস্‌

যদি কোশ্চেন পেপার এনে দিতে পারে তবে ওর সাত খুন মাফ্‌! কিন্তু তুমি বাচ্চা মেয়ে কি করে পারবে?

পলা

কিন্তু আমিই ত' পারবো

[পলা আঁচলের তলা থেকে পায়রাটা বের করে ওকে কি শিখিয়ে উড়িয়ে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে পায়রা উড়ে চলে গেল আকাশে]

কণা

কি মুস্কিল! হনুমানটা যে একটা তালগাছে লাফিয়ে গেল!

তৃপ্তি

কোশ্চেন পেপার যে ওইখানে রেখে পালিয়ে গেল !

কমলা

এখন উপায় ?

নীলা

তাইত ! পলার পায়রা তালগাছের মাথার ওপর চক্কর দিয়ে ঘুরছে !

কমলা

ছোঁ মেরে নিয়েছে কাগজের বাণ্ডিল।

তৃপ্তি

কি আশ্চর্য ! ওটা ঠোঁটে করে নিয়ে আস্‌ছে নীচে !

নীলা

ধন্যি তোর উড়ন তুব্‌ড়ী পলা ! বাঃ ! ফিরে এসে একেবারে পলার হাতেই বস্‌ল !

হেড্‌মিস্‌ট্রেস্‌

উঃ ! আমায় মস্ত বিপদ থেকে বাঁচিয়েছ পলা ! একটি ফাঁড়া কাট্‌ল আমার !

পলা

এইবার তা হলে আমার পায়রার ফাঁড়াটা কাটিয়ে দিন !

হেড্‌মিস্‌ট্রেস্‌

ওর গায়ে হাত দেবে কে ? দুটো পুরস্কার দেবো আমি। একটা পলার—

পলা

আর একটা আমার উড়ন তুব্‌ড়ীর ! * [সকলের হাসি]

যবনিকা

---

* [এই নাটক অভিনয় করতে স্প্রিংএ আট্‌কানো কাগজের তৈরী পায়রা ব্যবহার করতে হবে]



[একটি বাড়ীতে মেয়ে দেখ্‌তে আস্‌বে। বাড়ীর কর্তা সেজন্য মহাব্যস্ত। কিন্তু অন্ধের নড়ির মত তাঁর একমাত্র অবলম্বন এক কালা চাকর। এক কথা বল্লে বোঝে আর এক কথা। সেইজন্য ব্যস্তবাগীশ মানুষ আরো বিব্রত হয়ে পড়েছেন।]

কর্তা

আমার একমাত্র মেয়ে মিনু—তাকে আজ দেখ্‌তে আস্‌বে। মেয়ে দেখানো কি সোজা কথা? পান থেকে চূণ খস্‌লেই বরকর্তা রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠবেন কি না—তাই বা কে জানে! আমার মিনুকে দেখ্‌তে আস্‌বে—হায়—হায়, আমি কোন্ দিকে যাই, কি কাজটা আগে নামলাই····! আর আমার মরণ হয়েছে ওই এক কালা চাকর নিয়ে! (জোরে হাঁক দিলেন) ওরে বিট্‌কেল, বলি আছিস্—না সট্‌কে পড়েছিস্?

[চোখ কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে বিটকেলের প্রবেশ]

বিট্‌কেল

আজ্ঞে মট্‌কা মারব কেন? আপনি ত কর্তা আমাকে সর্বক্ষণ শুধু মট্‌কা মারতেই দেখেন।

কর্তা

শোনো কথা! আমি বল্লাম, সট্‌কে পড়েছিস, আর ও শুন্‌লে মট্‌কা মেরেছিস্?

বিট্‌কেল

দিদিমণিকে দেখ্‌তে আস্‌বে—সট্‌কে পড়্‌বো কেন? ওরা আর কত খাবে? সব তো আমার জন্যেই নাচ্‌ছে। আজ খুব ভালো-মন্দ খেতে পারবো।

কর্তা

কি আপন মনে বিড়বিড় করছিস্?

বিট্‌কেল

আজ্ঞে, ধীর-ধীর কোরবো কেন? আমি তো জোরে জোরেই চেয়ার টেবিলগুলো সাফ করে ফেল্‌ছি। বরকর্তা তো এই ঘরে এসেই বোস্‌বে।

কর্তা

নে তাড়াতাড়ি হাত চালা—

বিট্‌কেল

হাত-পাখা? আগে ওরা আসুক—তবে ত হাত-পাখা! আপনি বাবু আগে থেকেই বড়ো ব্যস্ত হয়ে পড়েন। আপনি কিছু ভাববেন না—

কর্তা

না ভাববে না! গিন্নিও শুধু ওই কথা বলে—তোমার কিছু ভাবতে হবে না। আরে বাপু, মেয়ে দেখ্‌তে আস্‌বে আমার, আর ভাববে কি পাড়ার পাঁচজন? এই বিট্‌কেল শোন, পান সেজেছিস্?

বিট্‌কেল

কি বল্লেন কর্তা, গান? তা গান আমি ভালই জানি। সাড়ে সতের বচ্ছর যাত্রা দলে ছিলাম কি না! এঁজ্ঞে, নিধুবাবুর টপ্পাও জানি।—

কর্ত্তা

আরে বেটা বিট্‌কেল, আমি বল্লাম পান, আর তুই শুন্‌লি গান? তোর গান শুন্‌লে ত বরের বন্ধুর দল আগেই পিট্টান দেবে, কনে দেখা অবধি আর অপেক্ষা করবে না। জ্বালালে দেখ্‌ছি, ওরে, এলাচ এনেছিস্?

বিট্‌কেল

আজ্ঞে—গেলাস? খাওয়া-দাওয়ার সময় আমি মনে করে সবাইকে ঠিক জল দেবো—

কর্ত্তা

এই মরেছে! বল্লাম এলাচ! শুন্‌লি গেলাস! কাণ শুন্‌তে শোনে ধান!

বিট্‌কেল

অ্যাঁ! বলেন কি কর্তা! বান! বান অমনি ডাকলেই হল! দেশে আমার দশ বিঘে ধানি জমি! আহা, ধান যা হয়েছে দেখ্‌লে চোখ জুড়িয়ে যায়।

কর্ত্তা

[রেগে মেগে]

রাখ্ তোর চোখ!

বিট্‌কেল

কি বল্লেন কর্তা, শোক? না না দিদিমণিকে দেখ্‌তে আস্‌বে, এতে আর শোক কি? আপনার আদুরে মেয়ে···শ্বশুর ঘরে গেলে ও বাপকে অবধি ভুলে যাবে—সবাই যায়।

কর্ত্তা

দেখ্, বিট্‌কেল, জ্বালাসনে বল্‌ছি! তোকে আমি একেবারে খুন কর্‌ব!

বিট্‌কেল

আজ্ঞে কি যে বলেন কর্তা, গুণ! আজ্ঞে, আমার আর কি গুণ আছে কর্তা? দিদিমণি নিজের গুণে শ্বশুর বাড়ীতে সবাইকে আপনার করে নেবে।

কর্ত্তা

ওরে বেটা বিট্‌কেল, থামাবি তোর বক্‌বকানি? কাজের কথা শোন্— গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সব আসছেন! চুরুট এনেছিস?

বিট্‌কেল

অ্যাঁ বুরুশ! আজ্ঞে বুরুশ দিয়ে সবাইকে পালিশ করতে হবে নাকি? আমাদের দেশে বাবু এমন রসিকতা নেই।

কর্ত্তা

তবে রে বেটা বিট্‌কেল, আজ তোর একদিন কি আমার একদিন!

বিট্‌কেল

ও, রামদীন পাঁড়েকে ডাক্‌তে হবে? সে যে ইষ্টিশানে ওদের আন্‌তে গেল!

কর্ত্তা

না—না, তুই আমায় পাগল না করে ছাড়বি নে। ঘটে যদি তোর একরত্তি বুদ্ধি থাকে!

বিট্‌কেল

আজ্ঞে, মুখশুদ্ধির কথা বল্‌ছেন কর্তা? লবঙ্গ, এলাচ, পান সব এনে রেখেছি।

কর্ত্তা

[খুশী হয়ে]

বেঁচে থাক্ ব্যাটা বিট্‌কেল! মাঝে মাঝে তোর সুমতি হয় তাহলে—

বিট্‌কেল

ভীমরতি কেন আমার হতে যাবে কর্তা? আমি তো আর মেয়ে বিয়ে দিতে যাচ্ছি নে!

কর্তা

তবে রে বেটা বিট্কেল, একেবারে মাথা ধরিয়ে দিলে আমার! তোর জন্যে আমি বনবাসী হবো?

বিট্‌কেল

মনমাসীর কথা জিজ্ঞেস করছেন বুঝি? তিনি তো এসে গেছেন অনেকক্ষণ। ভিয়েন চড়িয়ে নিজেই পান্তুয়া ভাজছেন।

কর্তা

আরে রাখ্ তোর পান্তুয়া! শোন, নিমন্ত্রিত অতিথিরা এলে খুব সভ্য-ভব্য হয়ে থাক্‌বি। বেশী বাজে বক্‌বি নে। আমি গলায় চাদর ঝুলিয়ে—

বিট্‌কেল

আজ্ঞে কি বললেন কর্তা? গলায় বাঁদর ঝুলিয়ে? না কর্তা, ও সব রসিকতার মধ্যে আমি নেই। আর এই সন্ধ্যেবেলায় বাঁদর পাবই বা কোথায়?

কর্তা

তোকে আমি এইবার ঘুষি মারবো!

বিট্‌কেল

আজ্ঞে আমায় খুসী করবেন? তা পাঁচটি টাকা বক্‌শিষ দিলেই আমি খুসী হয়ে যাবো।

কর্তা

না, দেখছি মেয়ে বিয়ে দেবার আগেই ও আমাকে পাগল করবে—

বিট্‌কেল

ছাগল! আজ্ঞে কি বলছেন কর্তা? কুটুমকে কি কেউ ছাগল খাওয়ায়? ভালো পাঁঠার মাংস কিনে এনেছি, [মুখ চট্‌কে] লুচির সঙ্গে যা উপাদেয় হবে—

কর্তা

ওরে বেটা! অতিথি-অভ্যাগতের খাওয়ার আগেই তুই মুখ চোট্‌কাচ্ছিস্। তাহলে দেখছি খাবার কমই পড়্‌বে!

বিট্‌কেল

অ্যাঁ! কি বলছেন কর্তা—বমি করবো? না—না। আমায় ঝুড়ি ঝুড়ি লুচি দিন। দিব্যি খেয়ে যাবো। আর তার সঙ্গে যদি মাংস থাকে, তবে ত কথাই নেই।

কর্তা

তোকে খাওয়াবার জন্যে ত আমার রাত্রে ঘুম হচ্ছে না! আজে বাজে কথা বন্ধ রেখে হাতের কাজগুলো আগে সেরে ফেলতো! হ্যাঁ, ভাল কথা, কয়েকখানা ভালো প্লেট কিনে এনেছিস্ তো? নইলে বিষম বিপদে পড়বো।

বিট্‌কেল

শ্লেট? আপনি অবাক করলেন কর্তা—শ্লেট কি হবে? বরের বন্ধুদের অঙ্ক কষ্‌তে দেবেন নাকি? সত্যি বল্‌ছি বাপু, আমাদের দেশে এ রকম কোনো রসিকতা নেই! মেয়েরা পানের মধ্যে আরশুলা পুরে দেয় বটে। কিন্তু তাই বলে অঙ্ক কষা! ওরে ব্বাবা।

কর্তা

তোর বক্‌বকানি থামাবি বিট্‌কেল? এদিকে কানে শুন্‌তে পাসনে—ওদিকে অতি বেশী বুদ্ধি তোর। আমাকে শুদ্ধু ছাড়িয়ে যাস্।

বিট্‌কেল

আপনাকে মাড়িয়ে যাই? এ আপনি কি বল্‌ছেন কর্তা? মেয়ের বিয়ে দেবেন বলে কি মাথা শুদ্ধু খারাপ হয়ে গেল? এখন আমি—আমি কি করি! বাজারে যাই—না কবরেজ বাড়ী ছুটি?

[বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল]

কর্তা

এই রে, তোর সঙ্গে বক্‌তে বক্‌তে ওঁরা বুঝি এসে গেলেন। আগে তাড়াতাড়ি কর—ওঁদের পায়ে জল ঢেলে দে—

[নিমন্ত্রিতদের প্রবেশ]

বিট্‌কেল

গায়ে জল ঢেলে দেব ? এ দেশে পাকা দেখার বুঝি এই রীতি ? বেশ, আমি হুকুমের চাকর। আমার কি ? দিচ্ছি সবাইকার গায়ে জল ঢেলে। তারপর তোমরা বোঝো ! আমার দোষ নেই। [সবাইকার গায়ে জল ঢেলে দিলে। তারপর যে হুলুস্থুলু কাণ্ড সুরু হল, সেটা লিখে জানানোর চাইতে নিজেরা বুঝে নেয়া অনেক ভালো]

[প্রচুর কোলাহলের মধ্যে]

যবনিকা